

সূরা আন্নাম্ল-২৭

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

পূর্ববর্তী সূরার শেষের দিকে কাফিরদের পক্ষ থেকে উঞ্ছাপিত কিছু অভিযোগের উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছিল, তাদের মতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন কবি এবং তাঁর ওপর শয়তান অবতীর্ণ হয়ে থাকে। অত্যন্ত জোরালো যুক্তি উপস্থাপনপূর্বক উক্ত অভিযোগ খণ্ডন করে বলা হয়েছিল, শয়তান তো কেবল মিথ্যাবাদী, পাপী এবং প্রতারকদের ওপরই অবতীর্ণ হয়, আর যারা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটায় তাদের ওপরেও। বাস্তবক্ষেত্রে অল্প কিছু সত্যের সাথে যখন প্রচুর মিথ্যার জগাখিচুড়ি ঘটে তখন তার পরিণামও কখনো ভাল হয় না। সূরাটিতে আরো বলা হয়েছিল, কবিবা কোন নির্দিষ্ট অনুশাসন মেনে চলে না, তাদের জীবনে কোন মহৎ উদ্দেশ্যও থাকে না। তারা আস্ত্রবুদ্ধির শিকার হয়ে একেবার একেক ধরনের মত ও পথের অনুসারী হয় এবং তারা যা বলে তা কখনো করে না। উক্ত বিষয়বস্তুটি আরো বিস্তৃতি প্রদান ও এর ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখে আলোচ্য সূরাটি এই দৃঢ় ঘোষণা সহকারে শুরু হয়েছে, পবিত্র কুরআন স্বয়ং আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী। মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় ও প্রয়োজনকে এটা বিশদ ও পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করে এবং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা এর অন্তর্নিহিত নীতি ও আদর্শকে সাব্যস্ত করে। হযরত ইবনে আবাস এবং ইবনে যোবায়ের (রাঃ) মতে এই সূরাটি মকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অন্যান্য মুসলিম বিশেষজ্ঞগণও এই মতের সমর্থন করেন।

বিষয়বস্তু

পূর্ববর্তী সূরাটি 'তা সীন মীম' এই হরফটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এ থেকে বুঝা যায়; বর্তমান সূরাটির বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখেই অবতীর্ণ হয়েছে, যদিও কিছুটা ভিন্ন ধরনের উপস্থাপনা এতে বিদ্যমান। সূরাটির প্রথম দিকেই হযরত মুসা (আঃ) এর একটি কাশফের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি ঐশ্বী জ্যোতির বিকাশ অবলোকন করেন। এর পর হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সুলায়মান (আঃ) এর শাসনকালীন কিছু ঘটনার উল্লেখও সূরাটিতে আছে, যাঁদের রাজত্বকালে ইসরাইলীদের বিজয়, ক্ষমতা ও ইহজাগতিক যশ-সম্বন্ধির উচ্চতম শিখের উপনীত হয়েছিল। এর পর সূরাটিতে ধর্মীয় বিশ্বাসের দুটি বুনিয়াদী বিষয় : (১) আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও (২) মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গে প্রথম বিষয়টির সমর্থনে সূরাটিতে প্রকৃতি, মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তা ও মানুষের সম্মিলিত জীবনধারা থেকে যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টান্ত উদ্বৃত্ত করা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তাআলার অপার ক্ষমা প্রকৃতির পরিচলন নীতির মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়—এই সত্যকে উপস্থাপন করার পর মানুষের ডাকে আল্লাহ যে জবাব দেন একে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের এক জুলন্ত প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরেকটি অকাট্য যুক্তি এইভাবে দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রেরিত নবী-রসূল ও নেক বান্দাদের নিকট সর্বদাই নিজেকে প্রকাশ করেন এবং তাঁদেরকে অদৃশ্যের সংবাদাদি প্রদান করেন। এর দৃষ্টান্ত সর্বকালেই পরিদৃষ্ট হতে থাকবে। অতঃপর সূরাটিতে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে প্রাসঙ্গিক কতিপয় যুক্তির উল্লেখে পর পরকালের সমর্থনে সূরাটিতে একটি অখণ্ডনীয় দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে আর তা হলো হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রচারিত শিক্ষার ফলে তাঁর স্বজ্ঞাতির মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এর বিস্তারিত বর্ণনা। এই অকাট্য যুক্তির অবতারণা ও বিস্তৃতি প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তা হলো, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবকালীন সময়ে সমগ্র আরব জাতি তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। তারা চরমভাবে পাপ-পক্ষিলতায় নিজেদেরকে ড্রিবিয়ে দিয়েছিল। সেই অবস্থায় নবী করীম (সাঃ) এর আহ্বানে তারা সাড়া তো দিলই না, বরং এই বিশ্বাস পোষণ করতেও অস্বীকার করলো যে তাদের ইহজীবনের কৃতকর্মের জন্য পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। কাজেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার বিবেচনায় তারা আসলেই ছিল একটি মৃত জাতি। কিন্তু পরবর্তীতে কুরআনের মাধ্যমে তারা এক নতুন জীবন লাভ করলো। ঐশ্বী-বাণীর সুমিষ্ট ধারা যখন আরবের তরুণতাহীন শুষ্ক ভূখণে বর্ষিত হলো তখন আরবের সেই বিবর্ণ তৃমিত এক পুষ্পিত নতুন জীবন-স্নাতে স্পন্দিত হয়ে উঠলো। কুরআনের শিক্ষায় নিজেদেরকে শিক্ষিত করে পূর্বেকার সেই আরব জাতি, যারা প্রকৃত অর্থেই ছিল মানবতার কলঙ্ক এবং তলানিষ্কৃতপ, তারাই আবার নিজেদেরকে মানবজাতির নেতা ও শিক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলো। এই বিস্ময়কর পরিবর্তনের ঘটনাকে এই কথার অনুকূলে একটি জোরালো প্রমাণ হিসাবে পেশ করে বলা হয়েছে, সেই আল্লাহ, যিনি আধ্যাত্মিকভাবে মৃত একটি জাতিকে নতুন জীবনদান করতে পারেন তিনি অবশ্যই শারীরিকভাবে মৃতদেরকেও পুনর্জীবন দানে সক্ষম। অতঃপর এই প্রসঙ্গের উল্লেখপূর্বক এই বলে সূরাটির সমাপ্তি টানা হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণীর সর্বশেষ প্রকাশস্থলের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে মক্কা নগরীকে বেছে নিয়েছেন এবং এই নগরী থেকে এমন এক ঐশ্বী আলো নির্গত হবে যা অচিরেই সারা পৃথিবীকে আলোকিত করে ফেলবে।

সূরা আন নাম্ল-২৭

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ৯৪ আয়াত এবং ৭ রংকু

১। ﴿আল্লাহর নামে, যিনি পরম করণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। ﴿ত্বায়েবুন, সামী'উন, অর্থাৎ পবিত্র (ও) সর্বশ্রোতা^{১৪৩}।
গঠনে হলো কুরআন এবং এক সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত,^{১৪৪}

طَسْ تَهْ تِلْكَ أَيْتُ الْقُرْآنَ وَ كِتَابٌ
مُّبِينٌ^①

৩। যা মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও সুসংবাদ,

هُدًى وَ بُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ^②

৪। ﴿যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ
الرِّزْكَوْةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْقَنُونَ^③

৫। ﴿যারা পরকালে ঈমান আনে না নিশ্চয় আমরা তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য সুন্দর করে দেখাই^{১৪৫}। সুতরাং তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
رَبِّيَّا لَهُمْ أَعْمَالًا لَهُمْ فَهُمْ يَعْمَلُونَ^④

৬। এদেরই জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আয়াব। আর পরকালে এরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَ هُمْ
فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ^⑤

দেখুন : ক. ১৪১ খ. ২৬৪২; ২৭৪২; ২৮৪২ গ. ১৫৪২; ২৬৪৩; ২৮৪৩ ঘ. ২৪৩; ১০৪৫৮; ১২৪১১২; ৩১৪৪ ঙ. ২৪৪; ৮৪৪; ১৪৪৩২; ৩১৪৫ চ. ১৬৪৩০;
১৭৪১১; ৩৪৪৯।

২১৪৩। সংক্ষিপ্ত বর্ণমালার (হরফে মুকাভায়াত) সাধারণ আলোচনার জন্য দেখুন টাকা ১৬ এবং ১৭৩৮ এবং ‘তা সীন’ সম্বন্ধে ২০৯৪ টীকা দ্রষ্টব্য। এটা অর্থবহ যে ২৬ ও ২৮ সূরার প্রারম্ভে যেখানে তা সীন মীম সংক্ষিপ্ত বর্ণমালা ‘গুণে সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের আয়াত’ দ্বারা শুরু হয়েছে, সেখানে বর্তমান সূরার শুরুতে তা সীন যুক্ত হয়ে ‘গুণে সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের আয়াত’ দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয়, প্রথমোক্ত দুটি সূরাতে হয়রত মুসা (আঃ) এর কিতাবে কুরআন সম্পর্কে পরোক্ষ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সূরাতে সেই কিতাবের (কুরআন) নামও উল্লেখ করা হয়েছে (যেমন উল্লেখ করা হয়েছে তফসীরাধীন আয়াতে এবং এই সূরারই ৭ ও ৯৩ আয়াত দুটিতে)।

২১৪৪। ‘আল কুরআন’ এবং ‘এই কিতাব’ গুণবাচকরণে ব্যবহারের মধ্যে এই বিশ্যবকর ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে, ইসলামের এই পবিত্র কিতাব সর্বকালের জন্য প্রস্তাকারে সংরক্ষিত হতে থাকবে এবং ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করা হবে। ‘কুরআন’ শব্দের অর্থ একটি পুস্তক বা গ্রন্থ যা বেশি বেশি পাঠ করা হয়। ‘যেহেতু জনসাধারণের ইবাদতে, বিদ্যালয় এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে কুরআনের ব্যবহার ও পাঠ অধিকাংশ খৃষ্টানদেশে বাইবেল পাঠ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক, সেহেতু এই মন্তব্য খুবই সঠিক যে প্রস্তাবলীর মধ্যে কুরআন সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে গঠিত হয়।’ (এনসাইক ব্রিট, ৯ম সংস্করণ, ১৬শ’ খণ্ড, ৫৯৭ পৃষ্ঠা)।

২১৪৫। ৬:৪৪ এবং ৮:৪৯ আয়াত দুটি থেকে এটা সুস্পষ্ট, অসৎ লোকদের মন্দ এবং অকল্যাণকর কর্মগুলোকে শয়তান তাদের চোখে সুন্দর করে দেখায়। কিন্তু তফসীরাধীন আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা অবিশ্বাসীদের কুর্মগুলোকে তাদের দৃষ্টিতে সুন্দর করে দেখান। এটা আকৃতিক নিয়ম যে কোন ব্যক্তি যখন মন্দ কাজে অবাধে চলতে থাকে, যেন তাকে এই কুর্মের জবাবদিহি করতে হবে না, তখন সে তার এই আচরণকে ভাল এবং সঠিক সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করতে থাকে এবং এটা তার দৃষ্টিতে অন্দপই মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে এটা তার আপন কর্মেরই ফল। কিন্তু যেহেতু এটা ঐশ্বী নিয়মের অধীনেই সংঘটিত হয় সেহেতু এটা ও আল্লাহ তাআলার প্রতিই আরোপিত হয়েছে।

৭। আর পরম প্রজ্ঞাময় (ও) সর্বজ্ঞ (আল্লাহর) পক্ষ হতে^{১৪৬}
নিশ্চয় তোমাকে কুরআন দান করা হচ্ছে ।

৮। ^{ك.}(স্মরণ কর) মূসা যখন তার পরিবারপরিজনকে বললো,
‘নিশ্চয় আমি এক আগুন দেখেছি^{১৪৭}। আমি এথেকে
তোমাদের কাছে শীত্বাই কোন সংবাদ আনবো অথবা তোমাদের
জন্য কোন জুলন্ত অঙ্গার আনবো যেন তোমরা আগুন পোহাতে
পার।’

৯। এরপর সে যখন এ (আগুনের) কাছে এল তখন তাকে
ডেকে (বলা) হলো, ‘এ আগুনে যে আছে এবং এর আশেপাশে
যে আছে তাকেও কল্যাণ দেয়া হলো^{১৪৮}। আর বিশ্বজগতের
প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ পরম পবিত্র।

১০। হে মূসা! ^خনিশ্চয় মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়
আমি আল্লাহই (একথা বলছি)[★]।

১১। ^غআর তুমি তোমার লাঠি ছুঁড়ে দাও। এরপর সে যখন
এটাকে এভাবে নড়া ঢ়া করতে দেখলো যেন এটি একটি
সাপ^{১৪৮-ক} তখন সে পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল এবং ফিরেও
তাকালো না। (তখন আমরা বললাম,) হে মূসা! তয় করো
না। নিশ্চয়ই আমি সেই সত্তা, যাঁর উপস্থিতিতে রসূলরা ভয়
পায় না।

দেখুন : ক. ২০৪১; ২৮৪৩০ খ. ২০৪১২-১৩; ২৮৪৩১ গ. ৭৪১১৮; ২০৪২০; ২৮৪৩২।

২১৪৬। আঁ হ্যরত (সাঃ) এর নিজস্ব ধ্যান-ধারণাসমূহ লিপিবদ্ধ করে গ্রহাকারে সংকলিত পুস্তকের নাম দেয়া হয়েছে ‘কুরআন’- এই
অভিযোগ খণ্ডনের অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে এই আয়াতে এবং দ্ব্যর্থনাভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, এই কুরআন তাঁর
ওপর সরাসরি অবতীর্ণ করা হয়েছে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে।

২১৪৭। হ্যরত মূসা (আঃ) যা দেখেছিলেন, বাস্তবে তা অগ্নি ছিল না। যদি তাই হতো তাহলে তিনি ‘নিশ্চয় আমি এক আগুন দেখেছি’
এর পরিবর্তে বলতেন, ‘আমি আগুন দেখেছি’। প্রকৃতপক্ষে কাশ্ফে বা দিব্যদৃষ্টিতে মূসা (আঃ) ‘আগুন’ দেখেছিলেন, যা আল্লাহ তাআলার
ভালবাসার প্রতীক। এটা লক্ষণীয় যে হ্যরত মূসা (আঃ) সম্পর্কিত অধিকাংশ ঘটনাবলী, যেগুলো কুরআন কারীমে বর্ণিত হয়েছে, এই
জড়জগতে বাস্তবে সংঘটিত হয়নি। পরতু সেগুলো আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি এবং নবুওয়তের মিশনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর কাশ্ফ বা দিব্য-
দৃষ্টি ছিল। লাঠি সহজে কাশ্ফ ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাশ্ফের কথাও কুরআন মজীদে উল্লেখ রয়েছে (৭৪১৪৪)। তফসীরাধীন
আয়াতে একটি উদাহরণই পেশ করা হয়েছে।

২১৪৮। এই উক্তির অর্থ হতে পারে : (ক) যে ব্যক্তি আগুনের অনুসন্ধানে আছে এবং যে এর নিকটে আছে, (খ) যে প্রকৃত আগুনের
মধ্যে আছে এবং যে এতে প্রবিষ্ট হতে উদ্যত। আগুন আল্লাহ-প্রেমের প্রতীক অথবা কষ্টের পরীক্ষা বা মানসিক যন্ত্রণার প্রতীক। আগুন
আল্লাহ ছিল না, আল্লাহও আগুনের মধ্যে ছিলেন না। এটা কেবল গ্রন্থী নির্দর্শন ছিল, যার উজ্জ্বল্য নিকটবর্তী সকল বস্তুর ওপরে পতিত
হয়েছিল।

★ [৮-১০ আয়াতে হ্যরত মূসার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যখন তিনি তাঁর (আঃ) পরিবার পরিজন নিয়ে
মিদিয়ান থেকে হিজ্রত করে মিশরের দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন। এ সময়টি ছিল শীতকাল। তাঁর আগুনের প্রয়োজন ছিল। তিনি তুর
পর্বতের ওপর আগুনের মত একটি উজ্জ্বল শিখা দেখলেন। তিনি যখন সেখানে পৌছলেন তখন সেখানে কোন আগুন ছিল না, বরং
গাছের একটি অংশ অসাধারণভাবে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর (আঃ) প্রতি ওহী অবতীর্ণ করলেন, ‘তুম যা আগুনের
মত উজ্জ্বল দেখছ তা আগুন নয়, বরং আমার নূর (জ্যোতি) চমকাচ্ছে। এটা এক প্রতীকী দৃশ্য। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহেঃ)
কর্তৃক উর্দ্ধতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত চীকা দ্রষ্টব্য)]

২১৪৮-ক টীকা পরবর্তী পঠায় দ্রষ্টব্য

وَإِنَّكَ لَتُلَقِّي الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ
حَكِيمٍ عَلَيْهِ ①

إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلَهُ إِنِّي أَنْشَأْتُ نَارًا
سَأَتَبَعِيهَا مَنْ شَاءَ مِنْ
قَبْصَيْهِ ②

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُوْرَكَ مَنْ فِي
الثَّارَ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ
الْعَلَمِينَ ①

يُمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

وَأَقِقَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهَرَّبَ كَانَهَا
جَانَّ وَلَيْلَ مُدَبِّرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ
يُمُوسَى لَا تَخَفْ تِلْيَنْ لَا يَخَافْ لَدَيْ
الْمُرْسَلُونَ ①

১২। অন্যায় করার পর যে-ই মন্দকাজকে সৎকাজে বদলে দেয় (সেক্ষেত্রে) নিশ্চয় আমি অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

★ ১৩। আর তোমার (জামার) বুকের খোলা অংশ দিয়ে তুমি হাত ঢুকাও, এটা দোষক্রটিমুক্ত ধৰ্মবে সাদা হয়ে বের হয়ে আসবে। এটা ফেরাউন ও তার জাতির জন্য নয়টি নির্দশনের একটি^{১৪৯}। নিশ্চয় তারা ছিল এক অবাধ্য জাতি।

১৪। এরপর তাদের কাছে যখন আমাদের অস্তর্দৃষ্টিদানকারী নির্দশনসমূহ এল^{১৫০} তারা বললো, ‘এ তো সুস্পষ্ট যাদু।’

১৫। ^১আর তারা যুনুম ও অবাধ্যতা করে এসব অস্বীকার করলো, অথচ তাদের হন্দয় এসবের প্রতি দৃঢ়বিশাস এনেছিল। অতএব দেখ, বিশ্বেলা সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কিরণ হয়ে থাকে!

^{১৫} ১৬। আর নিশ্চয় আমরা দাউদ ও সোলায়মানকে^{১৫১} জ্ঞান দান করেছিলাম। আর তারা উভয়েই বললো, ‘সব প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি তাঁর অনেক মু'মিন বান্দার ওপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।’

১৭। আর সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হলো এবং সে বললো, ‘হে লোকেরা! পাখিদের ভাষা^{১৫২} আমাদের শিখানো হয়েছে এবং আমাদের (আবশ্যকীয়) সবকিছুই দান করা হয়েছে। নিশ্চয়ই এ হলো (আল্লাহর) প্রকাশ্য অনুগ্রহ।’

দেখুন : ক. ১৭৪১০২; ২০৪২৩,২৪ খ. ৮৩৪৩১; ৬১৪৭ গ. ২৪৪৮।

২১৪৮-ক। টীকা ১০২৩ দেখুন।

২১৪৯। ‘নয়টি নির্দশন’ এর জন্য দেখুন ১৭৪১০২। সংক্ষেপে এই নির্দশনগুলো ছিল : (১) লাঠির, (২) ধৰ্মবে সাদা হাতের ৭৪১০৮-১০৯, (৩) উকুনের, (৪) ব্যাঙের (যাতে অঙ্গুভাবিক মূৰল ধারায় বৃষ্টির ইঙ্গিত নিহিত ছিল), (৫) পঙ্গপালের, (৬) রক্তের অর্থাৎ এক প্রকার প্লেগ রোগ যার আক্রমণে নাসিকা থেকে রক্তক্ষরণ হতো, (৭) তুফানের (যা ইসরাইলীরা নিরাপদে সমুদ্র পার হওয়ার পর পশ্চাদ্বানকারী ফেরাউন ও তার সৈন্যদলকে পার হওয়ার সময়ে সমুদ্রের জলরাশ দ্বারা ডুবিয়ে মারা হয়েছিল) এবং (৭৪১০৪), (৮) খরার এবং (৯) ফল-ফসলাদি ধৰ্মসের নির্দশন (৭৪১০১)।

২১৫০। ‘মোবসেরা’ অর্থ স্পষ্টত প্রতীয়মান, দ্যুতিমান, ইন্দ্ৰিয় গোচৱীভূত, মানসিকভাবে প্রত্যক্ষকরণ বা জ্ঞানার্জন (লেইন)।

২১৫১। হ্যরত দাউদ (আঃ) একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন এবং শক্তিশালী ও দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। তিনি যুডিয়ান (ইহুদী) রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং ইহুদী (হিব্রু) রাজ্যের প্রকৃত স্থপতি ছিলেন। তাঁরই মাধ্যমে ‘ড্যান’ থেকে ‘বীরসেবা’ পর্যন্ত সকল ইসরাইল গোত্রগুলো একত্রিত এবং সংগঠিত হয়ে এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছিল। তাদের রাজ্য ইউফ্রেটিস (ফোরাত) থেকে নীলনদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। হ্যরত সোলায়মান (আঃ) পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত রাজ্য পুনর্বিন্যস্ত করে সুদৃঢ় করেছিল। তিনিও একজন মহান রাষ্ট্রনায়ক এবং উত্তম নৃপতি ছিলেন। স্বদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য তিনি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং উন্নীত করেছিলেন। ইসরাইল রাজাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রধান নির্মাতা এবং যেৰঞ্জালেমের বিখ্যাত উপাসনালয় নির্মাণের জন্য বিখ্যাত। এই উপাসনালয়ই ইসরাইলীদের কিবলা’তে (উপাসনার কেন্দ্রস্থলে) পরিণত হয়েছিল।

২১৫২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ شُمَّ بَدَلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ
فَإِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى أَكْبَرُ حَيْثُمْ

وَآذِنْ خَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ
بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تَشْعِيرِ
إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا
فِي سِقِّيَنَ^{১৪}

فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَيْتَنَا مُبْصِرَةً قَالُوا
هَذَا سِحْرٌ مُّبِينَ^{১৫}

وَجَاهُدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنْتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ
ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ^{১৬}

وَلَقَدْ أَتَيْنَاكُمْ دَاءً وَسُلَيْমَنَ عِلْمًا وَقَالَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَلَّنَا عَلَى كَثِيرٍ
مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ^{১৭}

وَرَثَ سُلَيْমَنُ دَاءً وَقَالَ يَا إِيَّاهَا
النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ
الْمُبِينُ^{১৮}

১৮। ক্ষেত্রে সোলায়মানের সামনে জিন^{১৫০}, মানুষ এবং পাখিদের^{১৫৪} মাঝ থেকে তার সেনাদল একত্র করা হলো এবং পৃথক পৃথকভাবে তাদের সারিবদ্ধ করা হলো^{১৫৫}।

وَحِشْرَ لِسْلَيْمَنَ جُنْوَدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ
الْأَنْسِ وَالْطَّيْرِ فَهُمْ يُؤَزَّعُونَ^{১৫}

দেখুন : ক. ৩৮:১৯,২০।

২১৫২। 'মানতিক' (ভাষা) এর উৎপত্তি নাতাক্তা থেকে, যার অর্থ, সে শব্দ এবং বর্ণমালা দ্বারা কথা বললো যা তার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করলো। অতএব 'নুতক' বোধগম্য এবং অসংলগ্ন বা অস্পষ্ট উভয় প্রকারের কথা প্রকাশের জন্য প্রযোজ্য এবং বিষয়ের এমন অবস্থার প্রতিও এটা প্রযোজ্য হয় যা স্পষ্ট উভিসূচক। এটা বাহ্যিক অর্থাৎ উচ্চারিত কথা এবং অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ উপলব্ধি উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পশ্চ-পাখি সম্পর্কেও কথা বা উক্তির অর্থে ব্যবহার হয় যখন এই প্রয়োগ রূপকে হয় (মুফরাদাত)। কীট-পতঙ্গের মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য তাদের নিজস্ব উপায় রয়েছে। যায়াবর পাখিরা মৌসুম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলে যায়। এরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে এবং সুশৃঙ্খলভাবে উড়ে। পিপালিকা দল বেঁধে বাস করে এবং মৌমাছিদের খুব সুনিয়াল্প্রিত ব্যবস্থা ও নিয়ম রয়েছে। তাদের মধ্যে যোগাযোগের উপায়-উপকরণ ছাড়া একুপ কিছুতেই সম্ভব হতো না। যোগাযোগের এই উপায়কে তাদের ভাষা বলা যেতে পারে। হ্যারত দাউদ এবং সোলায়মান (আঃ)কে পাখির ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছিল বলে এখানে বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ হতে পারে, তিনি পক্ষীকুলকে তাঁর কাজে ব্যবহার করার জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সংবাদ-বাহকের কাজে পাখিকে ব্যবহার করার কৌশল হ্যারত সোলায়মান (আঃ) কর্তৃক প্রভৃতি লাভ করেছিল এবং তাঁর শাসনাধীন বিশাল সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনায় এর ঘন ঘন ব্যবহার করা হতো।

২১৫৩। এখানে 'জিন' এর মর্ম পাহাড়ী অথবা বন্য জাতি বুঝাতে পারে। তফসীরাধীন আয়াত ২১৪৮৩, ৩৪:১৩ এবং ৩৮:৩৮ আয়াতগুলোর সাথে মিলিয়ে পড়া উচিত। এটা হ্যারত সোলায়মান (আঃ) এর সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের প্রতি ইঙ্গিত বলে মনে হয়। 'জিন' (বন্য জাতি), 'ইন্স' (মানুষ) ও 'তায়ের' (পাখি) তিনটি শব্দ তাঁর সামরিক বাহিনীর তিন শাখার প্রতীকী নাম হতে পারে। বর্তমান আয়াতে এবং ৩৪:১৩ আয়াতে জিন শব্দ সেনাবাহিনীর বিশেষ শাখাকে বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আবার ২১৪৮৩ এবং ৩৮:৩৬ আয়াতের 'শায়াতীন' শব্দ একই শ্রেণীকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয়, সোলায়মান (আঃ) কোন কোন বন্য জাতিকে দমন করে বশে এনেছিলেন। উভয় শব্দের এই আনুমানিক অর্থে 'জিন' এবং 'শায়াতীন' তাঁর সেনাবাহিনীর অবিছেদ্য অংশ ছিল এবং তাঁর জন্য অন্যান্য কতিপয় কঠিন কার্য সম্পাদন করতো। 'তায়ের' শব্দের অপর অর্থ দ্রুতগামী অশ্ব। সেই অর্থে 'তায়ের' সোলায়মান (আঃ) এর অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীকে বুঝাতে পারে। শব্দের এই অর্থের পক্ষে দৃঢ় সমর্থন পাওয়া যায় ৩৮:৩-৩৪ আয়াতে যেখানে অশ্বের প্রতি হ্যারত সোলায়মান (আঃ) এর গভীর ভালবাসার কথা বর্ণিত হয়েছে। অতএব যেখানে 'জিন' এবং 'ইন্স' সোলায়মান (আঃ) এর পদাতিক বাহিনীর দুই শাখাকে বুঝায়, সেখানে 'তায়ের' শব্দের অর্থ প্রকৃতই পাখি করলে এই শব্দ দ্বারা হ্যারত সোলায়মান (আঃ) যে সকল পাখিকে সংবাদ বহনের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন তাদের বুঝাবে। অতএব তারাও তাঁর সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে পরিগণিত ছিল। কিন্তু এই তিনটি শব্দ রূপকে ব্যবহৃত হলে এগুলোর অর্থ হতে পারে যথাক্রমে 'বড়লোক', 'সাধারণ মানুষ' এবং 'অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আধ্যাত্মিক মানুষ'।'

২১৫৪। 'তায়ের' শব্দটি পাখি ছাড়াও দ্রুতগামী পশু যেমন অশ্ব ইত্যাদির জন্য প্রয়োগ করা হতে পারে। তায়ার' শব্দটি 'তায়ের' শব্দের গার্জিয়পূর্ণ রূপ, যার মর্মার্থ হচ্ছে, খুব তেজস্বী এবং দ্রুত গতিসম্পন্ন অশ্ব, যা এত দ্রুত দৌড়ায় যে মনে যেন উড়ে চলেছে (লেইন ও লিসান)।

২১৫৫। 'ওয়াআ' অর্থ সে সৈন্যদলের অগ্রভাগকে খামিয়ে দিয়েছিল, যাতে তাদের শেষ অংশ এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। হ্যায়া ইয়া যাউল জায়শা- অর্থ সে সৈন্যদেরকে সঠিকভাবে বিন্যস্ত করলো এবং শ্রেণীবদ্ধ করলো (আকরাব)। কুরআন করীমের অর্থ হচ্ছে : (১) তারা পৃথকভাবে দলবদ্ধ হলো, (২) তারা সুদৃশ ও সুশৃঙ্খল বাহিনীর মত দুর্বার অগ্রযাত্রা করলো, (৩) তাদের অগ্রভাগকে রুখে দেয়া হলো যাতে তাদের পশ্চাদভাগ এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। এই শব্দগুলো থেকে প্রতীয়মান হয়, হ্যারত সোলায়মান (আঃ) এর এক সুশিক্ষিত এবং সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী ছিল, যার পৃথক পৃথক এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি শাখা ছিল।

★ ১৯। অবশেষে তারা যখন নামলদের উপত্যকায়^{১৫৬} এল তখন এক নামলীয় মহিলা বললো, ‘হে নামলীয়রা! তোমরা তোমাদের ঘরে ঢুকে পড় যেন সোলায়মান ও তার সেনাদল তাদের অজান্তে তোমাদের পিষে না ফেলে^{১৫৭}।’

★ ২০। এতে সে (অর্থাৎ সোলায়মান) তার (অর্থাৎ মহিলার) কথায় হেসে^{১৫৮} বললো, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যেসব অনুগ্রহ করেছ সেগুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এবং তুমি সন্তুষ্ট হবে এমন সৎ কাজ করার সামর্থ্য আমাকে দাও। আর তুমি নিজ কৃপায় আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।’

★ ২১। আর সে পাখিদের পরিদর্শন করলো^{১৫৯} এবং বললো, ‘ব্যাপার কী, আমি যে হৃদ্দদকে দেখছি নাঃ সে কি অনুপস্থিত?

حَتَّىٰ إِذَا آتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمَلِ ۚ قَالَ
نَمَلَةٌ يَأْيُهَا النَّمَلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ
لَا يَخْطُمَنِّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجْنُودُهُ ۚ وَ هُمْ
لَا يَشْعُرُونَ^⑩

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهِمَا ۖ قَالَ رَبِّ
أَوْزَعَنِي أَنَّ أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
عَلَيَّ ۖ وَ عَلَىٰ وَالِدَيَّ ۖ وَ أَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضِيهُ وَ أَذْخِلُنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادَكَ
الصَّلِحِينَ^⑪

وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى
الْهَذِهْدَهَ ۝ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ^⑫

২১৫৬। ‘নমল’ শব্দ যেহেতু নামবাচক বিশেষ্য সেহেতু ‘আন্ন নামল’ এর উপত্যকা অর্থ পিপীলিকার দেশ বুবায় না, যেমনটি সাধারণতভাবে আন্ত ধারণা করা হয়ে থাকে, বরং এটা ছিল সেই উপত্যকা যেখানে ‘নামলা’ নামীয় এক উপজাতি বাস করতো। ‘কামুস’ এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই, ‘আল আব্রিক্স্ট্রাতু মিন্মীইয়াহিল নামলাতি,’ অর্থাৎ ‘আবরিকা’ নামলাদের এক বংশধর। সুতরাং ‘নামলা’ একটি গোত্রের নাম, ঠিক যেমন এক আরববাসীর নাম ছিল ‘মাযিন’ (হামাসাহ) যার অর্থ পিপীলিকার ডিম। আরব দেশে সাধারণভাবে জীব-জন্মের নামে উপজাতি বা গোত্রের নাম রাখা হতো, যথা- বনু আসাদ, বনু কাল্ব, বনু নমল ইত্যাদি। এ ছাড়া আয়তে ‘উদ্খুলু’ (প্রবেশ কর), এবং ‘মাসাকিনাকুম’ (তোমাদের গৃহে) ব্যবহৃত হয় এবং পরবর্তী উক্তিও (তোমাদের বাসগৃহে) কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে একমাত্র মানুষের বাসস্থানের জন্য (২৯:৩৯ ও ৩২:২৭)। অতএব নামলাহু অর্থ আনন্দমল উপজাতির এক ব্যক্তি অর্থাৎ এক নমলবাসী। উল্লিখিত এই নামলবাসী সম্বৃত তাদের নেতা ছিল, যে সোলায়মান (আঃ) এর সৈন্যবাহিনীর গতিপথ থেকে সরে যাবার জন্য এবং তাদের গৃহে প্রবেশ করাবার জন্য লোকদেরকে নির্দেশ দিয়েছিল। কোন কোন নির্ভরযোগ্য পদ্ধতির মতে এই উপত্যকা সীনাই এর নিকটবর্তী গাজার বার মাইল উত্তরে সমুদ্র উপকূলবর্তী শহর আস্কালান এবং জিবরীন এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত (তাকভীমূল বুলদান)। জিবরীন শহর দামেশকের ভিলাইয়াহ থেকে উত্তর দিকে অবস্থিত। এতে প্রতীয়মান হয়, নমল উপত্যকা সমুদ্র উপকূলের নিকটবর্তী জেরুয়ালেমের অদ্বৈ অথবা বিপরীতে দামেশক থেকে হেজোয়ের পথে একশ’ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। হ্যরত সোলায়মান (আঃ) এর সময় পর্যন্ত দেশের এই অংশে আরব এবং মিদীয়ানীয়া বাস করতো (দেখুন, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের প্রাচীন এবং আধুনিক মানচিত্র)। অন্যান্য বিশেষজ্ঞের মতে, নমল ইয়েমেনে অবস্থিত। শেষের অভিমতটি অধিকতর বাস্তবসম্মত। এই ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে বুবা যায়, এই উপত্যকাকে কেন্দ্র করে রচিত বহু কাহিনী অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল কথা হচ্ছে, সাবার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের সময় হ্যরত সোলায়মান (আঃ) যখন এই উপত্যকার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন তখন সেখানে নামল উপজাতির লোকেরা বসবাস করতো।

২১৫৭। এটা সুস্পষ্ট যে হ্যরত সোলায়মান (আঃ) এর সৈন্যরা তাদের ধার্মিকতা ও সততার জন্য চতুর্দিকে বিখ্যাত ছিল। তারা জাতসারে কোন লোকের ক্ষতি বা অপকার করতো না। মনে হয় ‘হ্য লা ইয়াশ্টুরুন’ (অর্থ, তাদের না জানা অবস্থা) এই উক্তির অন্তর্নিহিত মর্ম এটাই। পরবর্তী আয়াত থেকেও স্পষ্ট বুবায় যায়, সোলায়মান (আঃ) এ কারণে খুব খুশি হয়েছিলেন।

২১৫৮। ‘যাহিকা’ অর্থ সে অবাক হলো অথবা সে খুশী হলো (লেইন)। এই অর্থে আয়াতের মর্ম হলো, হ্যরত সোলায়মান (আঃ) বিস্তি হলেন এবং তাঁর নিজের সম্বন্ধে ও তাঁর সেনাবাহিনীর ক্ষমতা ও সাধুতা সম্বন্ধে নমলবাসী মহিলাটির সুধারণা প্রকাশে খুশী হলেন।

২১৫৯। ‘তাফাকুদাতু’ অর্থ সে মনোযোগ সহকারে অথবা বারবার এটাই চেয়েছিল। কেননা এটা তার কাছে অনুপস্থিত ছিল, (মুফরাদাত)। সোলায়মান (আঃ) তাঁর সেনাবাহিনীকে এবং হৃদ্দদকে নিরীক্ষণ করলেন। রাজকীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা, সভ্বত প্রধান সেনাপতি হৃদ্দদ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অনুপস্থিত ছিল, এ জন্য তিনি তার সম্বন্ধে বারবার জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

★ ২২। সে যদি (তার অনুপস্থিতির জন্য) সুম্পষ্ট কারণ না দর্শায় আমি তাকে অবশ্যই কঠোর শাস্তি^{১৬০} দিব অথবা আমি তাকে হত্যা করবো।★

২৩। এরপর তাকে (অর্থাৎ সোলায়মানকে) বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়নি (ইতোমধ্যে হৃদ্দহ্দ এসে গেল) এবং বললো, ‘আমি সেই বিষয় জেনে এসেছি যা তুমি জান না। আর আমি সাবা (জাতির এলাকা) থেকে তোমার জন্য এক নিশ্চিত সংবাদ এনেছি^{১৬১}।

২৪। আমি এক রমণীকে তাদের ওপর রাজত্ব করতে দেখতে পেয়েছি এবং তাকে সব কিছু দান করা হয়েছে^{১৬২} এবং তার একটি বিরাট সিংহাসনও আছে।

২৫। আমি তাকে ও তার জাতিকে আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করতে দেখতে পেয়েছি^{১৬৩} এবং ক্ষয়তান তাদের

দেখুন : ক. ৮:৪৯; ১৬:৬৪; ৩৫:৯।

২১৬০। হৃদ্দহ্দ সম্বন্ধে জনসাধাগের ভিত্তিহীন উপকথা এবং অলীক কাহিনী প্রচলিত আছে যা যুক্তি-প্রমাণ এবং বিবেক-বুদ্ধি কোন দিক দিয়েই গ্রহণযোগ্য নয়। হৃদ্দহ্দ হ্যরত সোলায়মান (আঃ) কর্তৃক নিয়োজিত কোন সংবাদ বাহক পাখি ছিল না। কেননা : (ক) একজন ক্ষমতাশালী বাদশাহ এবং আল্লাহর নবী সোলায়মান (আঃ) এর একটি তুচ্ছ পাখির প্রতি এত ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করার জন্য এমনকি তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়াটা তাঁর উচ্চ মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, (খ) মনে হয় হৃদ্দহ্দ রাস্তায় কানুন সম্বন্ধে সুপুরিচিত ছিল এবং আল্লাহ তাআলার একত্রে সম্বন্ধে জ্ঞান বিশারদ ছিল (পরবর্তী আয়াত ২৫-২৬) যা কোন পাখির পক্ষে সম্ভব হতে পারে না, (গ) হৃদ্দহ্দ পাখি অধিক উড়ত্যনশীল ও যায়াবর পাখিসমূহের অন্তর্গত নয়, এ জন্য সে সুন্দীর্ঘ দূরত্বে উড়তে পারে না। অতএব ‘সাবা দেশ’ পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য তাকে নিয়োজিত করা যেতে পারতো না (আয়াত-২৩)। এই সমস্ত কারণ থেকে প্রতিভাত হয়, হৃদ্দহ্দ আসলে পাখি ছিল না, বরং মানুষ ছিল। সে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ রাস্তায় কর্মকর্তা অথবা সেনাপতি ছিল, যার ওপর হ্যরত সোলায়মান (আঃ) সাবা দেশের রাণীর নিকট গুরুত্বপূর্ণ রাজনেতিক উদ্দেশ্যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। মনে হয় সোলায়মান (আঃ) এর সময়ে দৃত বিনিময় বেশ প্রচলিত ছিল। অধিকস্তু এও প্রমাণিত, পাখি পশুর নামানুকরণে মানুষের নাম রাখা হতো। হ্যরত সোলায়মান (আঃ) এর জনগণের মধ্যে হৃদ্দহ্দ একটি খুবই প্রচলিত জনপ্রিয় নাম ছিল। মনে হয় বাইবেলে উল্লিখিত ‘হৃদদ’ নামের আরবীয় অনুরূপ এই হৃদ্দহ্দ শব্দ। অনেক ইডেমাইট রাজাজার নাম এইরূপ ছিল। ইসমাইল (আঃ) এর এক পুত্রেরও এই নাম ছিল। অনুরূপভাবে এক ইডেমাইট রাজপুত্র, যে ইয়াকুব (আঃ) এর নির্বিচার হত্যার ভয়ে মিশরে পালিয়ে গিয়েছিল, সেও এই নামে পরিচিত ছিল (১-রাজবলী-১১:১৪)। হৃদ্দহ্দ নামটি এতই জনপ্রিয় ছিল এবং বাইবেলের পুরনো নিয়মে এত বেশি ব্যবহৃত হয়েছে যে কোন বিশেষণ ছাড়া ব্যবহারে এর অর্থ হয় ‘ইদেমতি পরিবারের এক ব্যক্তি’ (যিউ এন সাইক)। সাবার রাণী বিলকিসের পিতার নামও হৃদ্দহ্দ বলে কথিত আছে (মুন্তাহালইরাব)।

* [হিস্র ভাষায় ‘হৃদহ্দ’কে ‘হৃদাদ’ বলা হয়। সে ছিল হ্যরত সোলায়মান (আঃ) এর সেনাদলের এক সেনাপতি (যিউস ইনসাইকো)। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে) (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২১৬১। এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, রাস্তায় কোন গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে হৃদ্দহ্দকে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং সে হ্যরত সোলায়মানের জন্য অতি প্রয়োজনীয় এক সংবাদ বহন করে এনেছিল। সাবা’কে বাইবেলে উল্লিখিত শিবা’রাপে চিহ্নিত করা যেতে পারে (১-রাজবলী-১০)। সানা শহর থেকে তিন দিনের পথের দূরত্বে এটি ছিল ইয়েমেনের অন্তর্গত একটি শহর এবং এখানে সাবার রাণীর রাস্তায় সদর দণ্ড ছিল। অধিকস্তু কাহাতানি উপজাতির এক বিখ্যাত গোত্রের নামও সাবা।

২১৬২। এই আয়াত প্রমাণ করে, সাবার রাণী এক অতি উন্নত জাতিকে শাসন করতেন, যারা সভ্যতার এক উচ্চশিখরে পৌছে গিয়েছিল এবং এও প্রমাণ করে যে তাঁর আয়তে ঐ সমস্ত উপকরণ ছিল যা তাকে এক শক্তিশালী রাণীরাপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

২১৬৩। সাবার অধিবাসীরা সূর্য এবং নক্ষত্রের পূজা করতো, যা ইরাক থেকে ইয়েমেনে আমদানিকৃত ধর্মবিশ্বাসের অনুরূপ ছিল। কারণ ইয়েমেনবাসীরা পারশ্য উপসাগর ও সমুদ্র পথে ইরাকবাসীদের নিকটতর সংসর্গে ছিল। ২৪:৩; ৫:৭০ এবং ২২:১৮ আয়াতে উল্লিখিত সাবীয়ানদের সাথে সাবাবাসীদেরকে এক মনে করে বিভাস্ত হওয়া উচিত নয়। সাবীয়ানরা বিভিন্নভাবে বিবৃত হয়েছে, যেমন (১) ইরাকে বসবাসকারী নক্ষত্র-পূজারী এক জনগোষ্ঠী, (২) যবাথুন্নীয়, খৃষ্টীয় এবং ইল্লাদী ধর্মতারের মিশ্রণে সৃষ্টি গোঁজামিল দেয়া মতবাদে বিশ্বাসী এক সম্প্রদায়, (৩) ইরাকের অন্তর্গত মোসুলের অধিবাসী, যারা একেশ্বরবাদী ছিল, কিন্তু তাদের শরীয়ত বা কোন ধর্মীয় বিধান ছিল না, (৪) অন্য একজাতি যারা ইরাকের কাছাকাছি বসবাস করতো এবং নবীদের ওপর ঈমান রাখতো বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতো।

لَا عَذَّبَنَّهُ عَذَّابًا شَدِيدًا أَوْ لَا ذَبَحَنَّهُ
أَوْ لَيَأْتِيَنَّهُ بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ^{১৬৪}

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيرٍ فَعِيرٌ فَقَالَ آخَطْتُ يَمًا
لَمْ تُحْظِ بِهِ وَجْهَنَّمَ مِنْ سَبَّا بِنْتًا
بَيْقَيْنِ^{১৬৫}

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتَ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ^{১৬৬}

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ
مِنْ دُوْنِ إِلَهٍ وَرَبِّيَنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ

কাজকর্মকে তাদের কাছে সুন্দর করে দেখিয়েছে। অতএব সে তাদের (সত্য) পথ থেকে বিরত রেখেছে। তাই তারা হেদয়াত পাচ্ছে না।

২৬। (শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে) যেন তারা আল্লাহ'কে সিজদা না করে, যিনি আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই গোপনীয় আছে তা প্রকাশ করেন। আর যা-ই তোমরা গোপন কর এবং যা-ই তোমরা প্রকাশ কর (তা) তিনি জানেন।

২৭। 'আল্লাহ' সেই সত্তা, যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি মহা আরশের প্রভু।'

২৮। সে (অর্থাৎ সোলায়মান) বললো 'আমরা যাচাই করে দেখবো, তুমি সত্য বলছ নাকি মিথ্যাবাদীদের একজন' ১৬৪।

২৯। তুমি আমার এ পত্রটি নিয়ে যাও এবং এটা তাদের সামনে রেখে দাও। এরপর তাদের কাছ থেকে সরে (দাঁড়িয়ে) থাক এবং দেখ তারা কী উত্তর দেয় ১৬৫।'

৩০। (এ পত্রটি দেখে) সে (অর্থাৎ রাণী) বললো, 'হে প্রধানরা! আমার কাছে একটি সম্মানিত পত্র পাঠানো হয়েছে।

৩১। নিশ্চয় এটি সোলায়মানের পক্ষ থেকে এসেছে এবং তা হলো: 'আল্লাহ'র নামে, যিনি পরম করণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী' ১৬৬।'

দেখুন : ক. ২৪৭৮; ১৬৪২০; ৬৪৪৫।

২১৬৪। পাখিরা কখনো সত্য বা মিথ্যা বলে বলে কারো জানা নেই। এই আয়াত আরো একটি প্রমাণ দেয় যে হৃদ্দেশ পাখি ছিল না বরং হ্যরত সোলায়মান (আঃ) এর সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিল।

২১৬৫। যদি স্বীকার করে নেয়া হয়, হ্যরত দাউদ (আঃ) এবং হ্যরত সোলায়মান (আঃ) পাখিদের ভাষা বুবাতে পারতেন তাহলেও কুরআনে এমন প্রমাণ নেই যে সাবার রাণীও তাদের ভাষা বুবাতে পারতো। অথচ তাঁর নিকট হ্যরত সোলায়মান (আঃ) এর পত্র বহন করে নেয়ার জন্য এবং প্রতিনিধিরণে বাক্যালাপ করার জন্য হৃদ্দেশকেই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল।

২১৬৬। প্রাচ্য-ভাষাবিদ কেন কেন খৃষ্টান পণ্ডিত তাদের চিরাচারিত অভ্যাস অনুযায়ী কুরআনে 'বিসমিল্লাহ' বাক্য পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থ থেকে ধার করা হয়েছে বলে প্রতিপন্থ করার প্রচেষ্টায় কুরআন করীমের ঐশ্বি ভিত্তির সত্যতা অঙ্গীকার করার ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছেন। হ্যেরী তার 'কমেটারি' পুস্তকে লিখেছেন, এটা যেন্দা-আভেস্তা কেতাব থেকে ধার করা হয়েছে। সেল সাহেব অনুরূপ মত বক্ত করেছেন, যদিও রডওয়েলের মতে ইসলাম-পূর্ব আরবরা ইহুদীদের নিকট থেকে এটা অনুকরণ করেছিল এবং পরবর্তীকালে তা আঁ-হ্যরত (সঃ) কর্তৃক কুরআনে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। যদি ধরে নেয়া হয়, পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহে যেহেতু এরপ অভিব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয়, সেহেতু সেগুলোর মধ্য থেকে কোন একটির অনুকরণ কুরআন করেছে (অথচ এই ধারণা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন), তথাপি এটা তো কোন আপত্তির কারণ হতে পারে না, বরং এর মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয়, কুরআন সেই উৎস থেকেই এসেছে যে উৎস থেকে অপরাপর সকল ধর্মীয় গ্রন্থ এসেছে। অধিকন্তু কোন ধর্মগ্রন্থই একে এমন এক গুণাবলী ও পদ্ধতিতে ব্যবহার করেনি, যেমন করে কুরআন করেছে। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে প্রাক-ইসলাম যুগের আরবরা তা কখনো ব্যবহার করেনি। বরং আল্লাহ তাআলার সিফ্রত 'আর রহমান' (২৫৬১) যা বিসমিল্লাহ'র অবিচ্ছেদ্য অংশ তার ব্যবহারে তারা বিশেষ বিরোধী ছিল। আরও দেখুন ১৪১ আয়াত।

أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّيِّئِلِ فَهُمْ لَا
يَهْتَدُونَ ⑦

أَلَا يَسْجُدُ ذَارِثُوا الَّذِي يُغْرِبُهُ الْحَبَاءُ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفَى نَوْ
مًا تُعْلَمُ نُونَ ⑧

آللَّهُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ بَلْ رَبُّ الْعَزِيزُ الْعَظِيمُ ⑨

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَّقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ
الْكَذِيبِينَ ⑩

إِذْهَبْ بِتِكْثِيرِي هَذَا فَالْقِيمَةُ لِيَنْهِمْ شَمْ
تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ⑪

قَالَثْ يَا يَاهَا الْمَلَوْارِيِّ الْقِيَ رَأَيَ
كَشْبَ كَرِيمَ ⑫

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَنَ وَلَأَنَّهُ يَشِيرُ إِلَى
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ⑬

[১৭] ৩২। (এতে বলা হয়েছে) ‘তোমরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না এবং অনুগত হয়ে আমার কাছে চলে আসুন’।^{১৬৭}

৩৩। সে বললো, ‘হে প্রধানরা! তোমরা আমাকে আমার বিষয়ে সঠিক পরামর্শ দাও। কারণ তোমাদের উপস্থিতি ছাড়া আমি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কখনো সিদ্ধান্ত নেই না।’

★ ৩৪। তারা বললো, ‘আমরা অতি শক্তিশালী ও দুর্দশ যোদ্ধা। কিন্তু আদেশ দেয়া তোমারই কাজ। সুতরাং চিন্তা করে দেখ, তুমি কী আদেশ দিবেন?’^{১৬৮}

৩৫। সে বললো, ‘বাদশাহ্রা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন নিশ্চয় তারা একে ধ্রংস করে দেয় এবং এর অধিবাসীদের মাঝে সম্মানিত ব্যক্তিদের লাঞ্ছিত করে ছাড়ে। আর তারা এমনটিই করে থাকে।

৩৬। আর আমি অবশ্যই তাদের কাছে উপটোকন পাঠাবো এবং দেখবো আমার দৃতরা কী উভর নিয়ে ফিরে আসে।’

৩৭। এরপর তারা (অর্থাৎ দৃতরা) যখন সোলায়মানের কাছে এল তখন সে বললো, ‘তোমরা কি আমাকে ধনসম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও? অথচ আল্লাহ্ আমাকে যা দান করেছেন তা তাখেকে উভয় যা তিনি তোমাদের দান করেছেন। কিন্তু তোমরা তোমাদের উপটোকন নিয়ে গর্ববোধ করছুন।’^{১৬৯}

২১৬৭। সোলায়মান (আঃ) এর পত্রখানা ছিল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপক উদ্দেশ্যকে অগ্রয়োজনীয় শব্দ বা ভাষা-বর্জিত ও বাগাড়স্বড়হীন অল্প ক্যাটি কথার মধ্যে কীরুপে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে তার এক চমৎকার নমুনা। সেই সময়ে রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলে সভাব্য বিদ্রোহ করার বিরুদ্ধে তৎক্ষণাতে এই পত্র সরাসরি এক ছাঁশিয়ারি ছিল এবং অ্যথা রক্তক্ষয় এড়াতে হ্যরত (সোলায়মান-আঃ) এর নিকট আত্মসমর্পণ করার জন্যেও ছিল এই পত্রে আমন্ত্রণ।

২১৬৮। এই আয়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, সাবার রাণী অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্র-শাসনকর্তা ছিলেন এবং প্রভৃত পার্থিব সভাবনার অধিকারী ছিলেন, তার প্রজাদের ভালবাসা, সহযোগিতা ও স্বত্ক্ষ্যরূপ আনুগত্যের ওপর কর্তৃত্ব রাখতেন এবং তাদের ভাগ্য-নিয়ন্তা ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ১১০০ অব্দ নাগাদ সাবার ক্ষমতা এবং পৌরব শীর্ষে ছিল। রাণীর শাসনকাল খৃষ্টপূর্ব ৯৫০ সাল পর্যন্ত চলেছিল। সেই সময়কে হ্যরত সোলায়মান (আঃ) এর নিকট তার বশ্যতা স্বীকার-কাল বলা হয়। তার এই আত্মসমর্পণের মধ্যেই বাইবেলের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হয়েছিলঃ- শিবা ও সাবার রাজগণ উপহার দিবেন’ (গীত সংহিতা-৭২:১০)।

২১৬৯। এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, রাণীর উপহার পাঠাবার ব্যবহারে হ্যরত সোলায়মান (আঃ) খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি এতে অপমানিত বোধ করেছিলেন। তিনি রাণীকে আত্মসমর্পণ করার জন্য চিঠি লিখেছিলেন, আর উভরে তুচ্ছ উপহার প্রদান করা হয়েছিল। সাবার অধিবাসীরা প্রথমে হ্যরত সোলায়মান (আঃ) এর রাজ্য আক্রমণ করতে চেয়েছিল অথবা কোনভাবে অশান্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। কিন্তু রাণী তাদেরকে পরামর্শ দিল যে প্রথমে আক্রমণ করে যুদ্ধ সূচনা করা উচিত নয়। তোমরা অপেক্ষা কর, আমি কিছু উপটোকন পাঠিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দিব। সেই কারণে রাণী কর্তৃক উপহার প্রেরণ তাঁকে ক্ষুণ্ণ ও বিরক্ত করেছিল। সাধারণ অবস্থায় উপটোকন পাঠালে হ্যরত তিনি খুশি হতেন। কিন্তু এই উপটোকন থেকেতো হ্যরত সোলায়মান (আঃ) এর প্রতি লোভ-লালসার দোষারোপ করার গন্ধ আসছিল।

أَلَا تَخْلُوا عَلَيَّ وَأَنْتُونِي مُسْلِمِينَ^{১৭০}

قَاتَلَتْ يَأْيَهَا الْمُلُوْكُ أَفْتُونِي فِي آنْرِي جَ
مَا كُنْتْ قَاطِعَةً أَمْ رَأَحْتَ تَشَهُّدُونِ^{১৭১}

قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ
شَرِيكٌ وَأَلْكَمُ إِلَيْكَ فَانْظُرِي
مَآذَا تَأْمُرِينِ^{১৭২}

قَالَ شَرِيكَ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً
أَفْسَدُ ذَهَابًا وَجَعَلُوا أَعْزَةً أَهْلَهَا
آذِلَةً وَكَذِيلَ يَفْعَلُونَ^{১৭৩}

وَلَئِنْ مُرْسِلَةً لِلَّيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ
فَنَظِرَةً بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ^{১৭৪}

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمْدُونَنِ يَمَكِّلُ
فَمَا أَتَيْنِي اللَّهُ خَيْرٌ قَمَّا أَشْكُمْ جَبْلُ
أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ^{১৭৫}

৩৮। (হে হৃদ্বদ) তাদের কাছে ফিরে যাও। (আর তাদের বলে দাও) আমরা অবশ্যই তাদের কাছে এমন সেনাবাহিনীসহ আসবো যাদের প্রতিহত করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।^{১১০} আর আমরা তাদেরকে অবশ্যই এ (জনপদ) থেকে লাঞ্ছিত করে বের করে দিব এবং তারা অসহায় হয়ে যাবে।'

★ ৩৯। সে বললো, 'হে প্রধানরা! তারা অনুগত হয়ে আমার কাছে আসার পূর্বেই তোমাদের মাঝে কে তার সিংহাসনটি^{১১১} আমার কাছে নিয়ে আসবে?*

৪০। জিনদের মাঝে 'ইফরীত' বললো^{১১২}, 'তুমি (এ) স্থান থেকে তোমার ছাউনী গুটিয়ে নেয়ার আগেই আমি এটা তোমার কাছে নিয়ে আসবো। আর নিশ্চয় আমি এ (কাজে) যথেষ্ট ক্ষমতাবান (ও) বিশ্বাসযোগ্য'^{১১৩}।**

২১৭০। 'ক্রিবাল' অর্থ ক্ষমতা, শক্তি, কর্তৃত্ব। বলা হয়ে থাকে 'মালী বিহী ক্রিবালুন', অর্থাৎ মোকাবিলা করার কোন ক্ষমতা আমার নেই (আকরাব)।

২১৭১। 'বি-আরশেহা' উক্তির মর্ম মনে হয় সিংহাসন, যা সাবার রাণীর জন্য হয়রত সোলায়মান (আঃ) নির্মাণ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। মনে হয় সেই যুগে প্রচলিত প্রথা ছিল, যখন এক রাষ্ট্রের শাসনকর্তা আর এক রাষ্ট্রের শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন তখন রাজকীয় অতিথির অভ্যর্থনার জন্য একটি পৃথক সিংহাসন নির্মাণ করা হতো। হয়রত সোলায়মান (আঃ) রাণীর অভ্যর্থনার জন্য এক সিংহাসন নির্মাণের জন্য হকুম দিয়েছিলেন। একে তার (স্ত্রীলিঙ্গে) 'সিংহাসন' বলা হয়েছে। কারণ এটি বিশেষভাবে রাণীর ব্যবহারের জন্যই নির্মিত হয়েছিল। এই প্রকাশ ভঙ্গির অর্থ একৃপণ হতে পারে 'তার (স্ত্রীলিঙ্গে) সিংহাসনের মত' এবং 'ইয়া'তানী' অর্থ, 'আমার জন্য প্রস্তুত করবে' একৃপণ বুঝাতে পারে।

* [পরবর্তী আয়তগুলো থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায়, সোলায়মান (আঃ) রাণীর সিংহাসনটির প্রতিই ইঙ্গিত করছেন না। তিনি হয়তো বুঝাতে চেয়েছেন, রাণীর সিংহাসনের অবিকল প্রতিক্রিপ্ত একটি সিংহাসন তাঁর (আঃ) কাছে নিয়ে আসতে হবে। সোলায়মান (আঃ) এর দরবারে রাণীর আসার পূর্বে তিনি তাকে অবাক করে দিতে চেয়েছেন যে তিনি দেখবেন তার সিংহাসনের অনুরূপ একটি সিংহাসন সোলায়মানের (আঃ) রয়েছে। পরবর্তী আয়তগুলো থেকে দেখা যাবে, তাঁর (আঃ) দরবারের প্রত্যেক প্রধান চেয়েছিল একাজ যেন তাকে দেয়া হয়। প্রত্যেকের ধারণা ছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে সে দ্রুততা ও বেশি দক্ষতার সাথে একাজ সম্পাদন করবে। অবশ্যে তার কাছে যখন সিংহাসনের অবিকল প্রতিক্রিপ্ত উপস্থাপন করা হলো তিনি এর জন্য আল্লাহর প্রশংসা করলেন। কিন্তু তিনি এ সিংহাসনটির আরো গুণগত পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন, যাতে এটা সাবার রাণীর সিংহাসনের আরো সাদৃশ্যপূর্ণ হয় এবং যাতে তার কাছে যে অসাধারণ সিংহাসন রয়েছে তার সে অহংকার যেন চূর্ণ হয়। 'নাকফিরগুলাহা আরশাহা' -এ অভিব্যক্তিটি সুষ্পষ্টভাবে এ অর্থই সমর্থন করে। এ অভিব্যক্তিটি থেকে আরও বুঝা যায়, যখন সে তার নিজের সিংহাসনের অনুরূপ একটি সিংহাসন দেখবে সে স্বাভাবিকভাবে অনুমান করবে তার সিংহাসনটি তো তেমন অসাধারণ নয় যেমনটি সে ভাবতো। অতএব এ প্রেক্ষিতে 'নাকফির' এর অর্থ হবে তার সিংহাসনটি আসলেই সাধারণ। সোলায়মান (আঃ) এর কারিগরদের দ্বারা নির্মিত সিংহাসনটি সে যখন দেখলো তখন তার সিংহাসনটি অতি সম্প্রতি চূরি হয়ে গেছে বলে এমন প্রতিক্রিয়া সে দেখায়নি। তার এমন প্রতিক্রিয়াও ছিল না যে সে তার নিজ সিংহাসনটি চিনতে পারেন। কারণ কারিগরেরা তার সিংহাসনটি এভাবেও নির্মাণ করেন যাতে সিংহাসনটি তার কাছে অচেনা লাগতো। তার প্রতিক্রিয়া কেবল এটাই ছিল, তার সিংহাসনটি এ সিংহাসনটির অনুরূপ। এ থেকে সুষ্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, আমরা যে দৃশ্য বিবরণী উপস্থাপন করেছি তা বাস্তবসম্মত। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

إِنْجَعَ لِأَيِّهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْنٍ
لَا قَبْلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا
آذَلَّهُ وَهُمْ صَاغِرُونَ

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَكَوْا أَيُّهُمْ يَأْتِيَنِي
بِعَزِّ شَهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُشْلِمِينَ

قَالَ عَفِرِيتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا أَرْتِيكَ بِهِ قَبْلَ
أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ جَوَانِي عَلَيْهِ
لَقَوْيَيْ أَمِينَ

★ ৪১। যেব্যক্তির কিতাবের জ্ঞান★ ছিল সে বললো, ‘তোমার চোখের পলক পড়ার আগেই^{১১৭৪} আমি এটি তোমার কাছে নিয়ে আসবো।’ এরপর সে (অর্থাৎ সোলায়মান) যখন এটা নিজের কাছে রাখা দেখলো সে বললো, এটি কেবল আমার প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহে হয়েছে যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন আমি তাঁর কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করি নাকি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করি। আর যে-ই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সে তার (নিজ) কল্যাণের জন্যই তা করে। আর যে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে সেক্ষেত্রে আমার প্রভু-প্রতিপালক নিশ্চয় স্বয়ংস্মর্পণ (ও) পরম দাতা।

★ ৪২। সে বললো, ‘তোমরা তার (অর্থাৎ রাণীর) সিংহাসনকে তার জন্য অতি সাধারণ^{১১৭৫} করে দেখাও। আমরা দেখতে চাই সে হেদায়াত পায় নাকি সেইসব লোকের দলভুক্ত হয় যারা হেদায়াত পায় না।’

২১৭২। ‘ইফরীত’ এর উৎপত্তি ‘আফারা’ থেকে যার অর্থ সে তাকে ভূমিসাঁ করেছিল বা অবনমিত করেছিল। এটি মানুষ এবং জিন উভয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং এর মর্মঃ (১) শক্ত ও ক্ষমতাশালী এক ব্যক্তি, (২) কোন বিষয়ে বুদ্ধিমত্তা এবং তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি দ্বারা সাধারণ সীমা ছাড়িয়ে কঠোর, সবল এবং সক্ষম হওয়া, (৩) প্রধান ব্যক্তি ইত্যাদি (লেইন)।

২১৭৩। এই শব্দগুলো ইঙ্গিত দেয় যে উক্ত ‘ইফরীত’ এক অত্যন্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিল, যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতো এবং সেই কারণে সে পূর্ণ আস্ত্রাবান ছিল যে সে সন্তোষজনকভাবে মালিকের হৃকুম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পালন করতে পারবে। সাবার যাত্রাপথে হয়রত সোলায়মান (আঃ) যেখানে শিবির স্থাপন করেছিলেন সেই স্থানকে ‘মাকামিকা’ বলা হয়েছে এবং সেখানেই তিনি সাবার রাণীকে প্রেরিত তাঁর পত্রের উত্তর নিয়ে দূতের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ছিলেন।

★★ [এ আয়াতে জিন বলে অভিহিত ‘ইফরীত’ সেই ধরনের কোন জিন ছিল না, যাকে প্রচলিত ধারণায় জিন বলা হয়। পাহাড়ী জাতির উদ্বিধ প্রধানদেরও জিন বলা হয়। এদেরকে হয়রত সোলায়মান (আঃ) এর অধীন করে দেয়া হয়। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

★ [এ আয়াতে কিতাবের জ্ঞান বলতে বাইবেলের জ্ঞান বুবানো হয়নি। বরং বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান বুবানো হয়েছে, যেমন মহানবী (সা:) বলেছেন, জ্ঞান দুপ্রাকারের : ইলমুল আদইয়ান (ধর্মীয় জ্ঞান) ও ইলমুল আবাদান (পার্থিব জ্ঞান)। এটি এর একটি দৃষ্টান্ত। সে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে খুব দক্ষ ছিল এবং নিজের জ্ঞানের মাধ্যমে কঠিন থেকে কঠিনতর বস্তুরও নকল করতে পারতো। সাবার রাণীর সিংহাসনের মত সিংহাসন নির্মাণ করাও খুব এক কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু অতি অল্প সময়ে সে সিংহাসন বানিয়ে দেয়ার দাবী করলো। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২১৭৪। ‘তারকু’ অর্থ এক নজর, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সরকারী রাজস্ব, ইয়েমেনের সংবাদবাহক (লেইন)। এই অর্থে উক্তির মর্মঃ (১) আপনার দৃত ইয়েমেন থেকে আপনার নিকট প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই, (২) চোখের পলকে, (৩) খাজাঞ্চিখানায় সরকারী রাজস্ব জমা হওয়ার পূর্বে। শেষোক্ত অর্থে এই উক্তির মর্মার্থ, আমার অধিকর্তৃ অর্থের প্রয়োজন হবে না, সরকারী রাজস্বে জমাকৃত টাকা রাণীর সিংহাসন তৈরি করার খরচের জন্য যথেষ্ট হবে। ’যে ব্যক্তির কিতাবের জ্ঞান ছিল’, উক্তিটি মনে হয় এমন ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করেছে যিনি অর্থনৈতিক জটিলতা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন। সম্ভবত তিনি হয়রত সোলায়মান (আঃ) এর রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন।

বর্তমান এবং পূর্ববর্তী আয়াতে হয়রত সোলায়মান (আঃ) এর নির্দেশে সিংহাসন তৈরি করার দুটি প্রস্তাবের উল্লেখ রয়েছে, (এক) ‘ইফরীত’ কর্তৃক যিনি হয়রত সোলায়মান (আঃ) এর তাঁবুগলো প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সিংহাসন খানা প্রস্তুত করার প্রস্তাব করেছিলেন। অপর প্রস্তাবটি সেই ব্যক্তি দ্বারা প্রদত্ত হয়েছিল ‘যিনি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন’। শেষোক্ত ব্যক্তির প্রস্তাব অর্থাৎ হয়রত সোলায়মান (আঃ) এর দৃত সাবার রাণীর নিকট থেকে তাঁর পত্রের জবাব নিয়ে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই সিংহাসনটি প্রস্তুত করার প্রস্তাব উৎকৃষ্টতর ছিল। বর্ণনা প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায়, হয়রত সোলায়মান (আঃ) দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কেননা সাবার রাণীর তাঁর সম্মানে সাক্ষাৎ প্রার্থনার জন্য আসার পূর্বেই সিংহাসনটির নির্মাণ শেষ করতে চেয়েছিলেন। কারণ সাবার রাণী সেস্থানে এসে সমারোহ-পর্যবেক্ষণ না হওয়া পর্যন্ত হয়রত সোলায়মান (আঃ) সেই শিবিরেই অবস্থান করা স্থির করেছিলেন। আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম এও বোঝায় যে হয়রত সোলায়মান (আঃ) সর্বপ্রকার লোক-নিয়োগ করেছিলেন- বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোক, দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিক, কারিগর এবং প্রকৌশলী।

২১৭৫ টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ
أَنَا أَرْتِيلَكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَ إِلَيْكَ
طَرْفُكَ ، فَلَمَّا رَأَهُ مُشْتَقِراً عِنْدَهُ
قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيِّنَ شَلِيلُونِي
إِشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرْ فَإِنَّمَا
غَرِيْبَ كَرِيمَ^⑤

قَالَ تَعْرِفُوا لَهَا عَرْشَهَا تَنْظِرُ
أَتَهْتَدِيَ أَمْ تَكُونُ مِنَ الْخَيْنَ
لَا يَهْتَدُونَ^⑥

৪৩। এরপর সে (অর্থাৎ রাণী) যখন এল তাকে জিজেস করা হলো, ‘তোমার সিংহাসন কি এমনটিই?’ সে বললো, ‘এটা যেন সেটাই এবং আমাদের এর পূর্বেই জ্ঞান দেয়া হয়েছিল আর আমরা (পূর্বেই তোমার) অনুগত হয়ে গিয়েছিলাম^{১৭৬}।’

৪৪। আর সে আল্লাহর পরিবর্তে যার উপাসনা করতো সে (অর্থাৎ সোলায়মান) তাকে তা থেকে বিরত করলো। নিশ্চয় সে অঙ্গীকারকরীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

- ★ ৪৫। তাকে বলা হলো, ‘তুমি এ প্রাসাদে প্রবেশ কর।’ সে যখন তা দেখলো তখন এটাকে সে গভীর পানি মনে করলো এবং তার ইঁটুর নিচের অংশের কাপড় উঠিয়ে নিল^{১৭৭}। সে (অর্থাৎ সোলায়মান) বললো, ‘এটি একটি কাঁচ খচিত প্রাসাদ।’ তখন সে (অর্থাৎ রাণী) বললো, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার প্রাণের ওপর যুলুম করেছি।
[১৩] আর (এখন) আমি সোলায়মানের সাথে বিশ্বজগতের প্রভু-
১৮ প্রতিপালক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।’★

৪৬। ‘আর নিশ্চয় আমরা সামুদ্র (জাতির) কাছেও তাদের ভাই সালেহকে (এই বলে) পাঠিয়েছিলাম, ‘তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর।’ কিন্তু (এটা শুনা মাত্র) তারা তৎক্ষণাত দুদলে বিভক্ত হয়ে পরম্পর বিবাদ আরঞ্জ করে দিল।

দেখুন : ক. ৭৪৭৪; ১১৪৬২; ২৬৪১৪২; ৫৪৪২৪।

২১৭৫। ‘নাক্হারাহ’ অর্থ সে একে এমনভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছিল যে এটা দেখে চিনতে পারা যায় না, সে এটাকে দেখতে অতি সাধারণ করেছিল (লেইন)। অতএব এই উক্তির অর্থ এরপ হতে পারে, ‘এই সিংহাসনটিকে তার (সোলায়মানে) সিংহাসনটির তুলনায় অতি সাধারণ বলে মনে হয়।’ তফসীরাধীন আয়াত এটাই বুঝাতে চেয়েছে, হয়রত সোলায়মান (আঃ) রাণীর জন্য সিংহাসন নির্মাণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে সিংহাসনটিকে এমন সৌন্দর্যমণ্ডিত করে প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে রাণী দেখে এর কারিগরী দক্ষতার শ্রেষ্ঠত্ব উপলক্ষ্মি করে নিজের সিংহাসনকে অপছন্দ করেন এবং রাণী বুঝাতে পারেন যে হয়রত সোলায়মান (আঃ) রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অধিক ক্ষমতা এবং সমৃদ্ধির অধিকারী। ‘যারা হেদায়েত পায় না’, বাক্যের মর্মার্থ মনে হয় এটাই। হয়রত সোলায়মান (আঃ) এর বিরোধিতা বা প্রতিবন্ধকতায় রাণীর ব্যর্থতার কথা তাকে তিনি বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। রাণী এবং তাঁর মন্ত্রিপরিষদ তাদের শক্তি-সামর্য সম্বন্ধে গর্বনোখ করতো বলে ধারণা হয় (৭৪৩৪) এবং হয়রত সোলায়মান (আঃ) তাদের এই ভাস্ত ধারণা তেজে দিতে চেয়েছিলেন (২৭৩৪)। ‘তার (রাণীর) সিংহাসনকে’ শব্দস্থল যদি হয়রত সোলায়মান (আঃ)কে উপহারস্থরূপ রাণীর প্রেরিত সিংহাসন অর্থে নেয়া হয় তাহলে ‘নাক্হুর’ শব্দের অর্থ হবে, সিংহাসনটি এমন সুন্দর ও সৌন্দর্যপূর্ণ হওয়া উচিত এবং এর ওপর খচিত কোন প্রতিমা যদি থাকে তা সম্পূর্ণরূপে এমনভাবে মুছে ফেলা উচিত যাতে তিনি (রাণী) এটাকে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হন।

২১৭৬। ‘আমাদের এর পূর্বেই জ্ঞান দেয়া হয়েছিল’ কথাগুলোর মর্মার্থ হলো, রাণী পূর্বাহৰেই হয়রত সোলায়মান (আঃ) এর বিশাল শক্তি ও সামর্য সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন এবং তাঁর আনুগত্য স্থীকার করার জন্য মন স্থির করেছিলেন।

২১৭৭। বিখ্যাত আরবী বাগধারা ‘কাশাফা আন সাক্হেহী’ এর অর্থ সন্ধেটের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হওয়া অথবা বিবৃত বা কিংকর্তব্যবিমুচ্চ হওয়া। ‘কাশাফাত আন সাক্হায়হা’ অর্থ : (১) সে (রাণী) ইঁটুর নিচের অংশের কপড় উঠিয়ে নিল, (২) সে অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল, (৩) সে উদ্বিধ বা কিংকর্তব্যবিমুচ্চ বা হতচক্রিত হয়ে গিয়েছিল (লেইন এবং লিসান)। হয়রত সোলায়মান (আঃ) চেয়েছিলেন, রাণী প্রতিমা-পূজা পরিয়াগ করক এবং সত্যের প্রতি ঝীঘান আনুক। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিজ্ঞতার সাথে এমন উপায় অবলম্বন করেছিলেন যাতে অভিজ্ঞত এবং বিচক্ষণ এই রাণী আপন পথ-ভ্রান্তি বুঝাতে পারেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে হয়রত

টাকার অবশিষ্টাংশ এবং ★ চিহ্নিত টাকাটি পরবর্তী পঠায় দ্রষ্টব্য

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَّ أَهْكَدَأَعْرُشُكَ، قَاتَ
كَانَهُ هُوَجَ وَأُوتِينَا الْحِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ
وَكُنَّا مُشْلِيْنَ^৩

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْمِلُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كُفَّارِيْنَ^④

قَيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرَحَةِ فَلَمَّا رَأَتْهُ
حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيْهَا
قَالَ إِنَّهُ صَرَحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَابِيْرَهُ
قَالَ شَرِّطَتِ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَشْلَمْتُ
مَعَ سُلَيْمَنَ يَلْوَرِيْتِ الْعَلَمِيْنَ^⑤

وَلَئِنْدَأَرْسَلْنَا إِلَيْ شَمُودَ أَخَاهُمْ ضَلِّيْغاً
أَنْ اغْبُدُوا اللَّهَ فَلَادَاهُمْ فَرِيْقِنَ
يَخْتَصِمُونَ^⑥

৪৭। সে বললো, ‘হে আমার জাতি! তোমরা কেন কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণকে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ তোমরা কেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না যেন তোমাদের প্রতি কৃপা করা হয়?’

★ ৪৮। তারা বললো, ‘আমরা তোমার ও তোমার সাথে যারা আছে তাদের দিক থেকে অশুভ কিছুর আভাস পাচ্ছি^{১৭৭-ক}। সে বললো, ‘তোমাদের দুর্ভাগ্যের (কারণ) আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বরং তোমরা এমন এক জাতি যাদের পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে।’

৪৯। আর (এ জাতির) প্রধান শহরে নয় জন (এমন) ব্যক্তি ছিল, ^{ঘারা^{১৭৮}} দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতো এবং সংশোধনমূলক কাজ করতো না।

৫০। তারা বললো, “তোমরা সবাই মিলে (এই বলে) আল্লাহর কসম খাও, নিশ্চয় আমরা তাকে ও তার পরিবারকে রাতের বেলায় অতর্কিতে আক্রমণ করবো। এরপর অবশ্যই তার অভিভাবককে বলবো^{১৭৮-ক}, ‘আমরা তার পরিবারের লোকদের হত্যার (ঘটনা) ঘটতে দেখিনি এবং আমরা নিশ্চয় সত্যবাদী।’”

★ ৫১। ^গআর তারা ষড়যন্ত্রের এক জাল বুনলো এবং আমরাও এক পাল্টা কৌশল অবলম্বন করলাম। কিন্তু তারা তা জানতো^{১৭৯} না।

দেখুন : ক. ২৭:৪৭; খ. ২৬:১৫৩ গ. ৩:৫৫; ৮:৩১; ১৩:৪৩; ১৪:৪৭।

সোলায়মান (আঃ) রাণীর জন্য সিংহাসনটি নির্মাণ করেছিলেন। তার নিজ সিংহাসন যার জন্য রাণী গর্ববোধ করতেন, তা থেকে এটিকে সর্বতোভাবে অধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং উৎকৃষ্টতর করা হয়েছিল। হয়রত সোলায়মান (আঃ) সে জন্য এরপ করেছিলেন যাতে রাণী উপগোক্তৃ করতে পারেন তিনি (আঃ) আল্লাহর প্রেরিত ছিলেন এবং তাকে রাণী অপেক্ষা জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক শুণাবলীর অধিকতর প্রাচুর্যে ভূষিত করা হয়েছিল। আয়াতে বর্ণিত রাজধানীদণ্ড একই দ্রষ্টিভঙ্গি এবং উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছিল। আয়াতে প্রতিপন্থ হয় যে প্রাসাদের প্রবেশপথ কাঁচের আস্তরণ দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছিল, যার তলদেশ দিয়ে স্ফটিকতুল্য স্বচ্ছ স্নোতস্থিনী প্রবাহিত ছিল। যখন রাণী প্রাসাদে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছিলেন তখন স্বচ্ছ কাঁচকে পানি অমে হাঁটুর নিচের অংশের কাপড় উঠিয়ে নিলেন এবং পানির এই দৃশ্য তাকে হতবুদ্ধি এবং কিংকর্তব্যবিমূচ্য করে দিয়েছিল। এই পরিকল্পিত কৌশল দ্বারা হয়রত সোলায়মান (আঃ) রাণীর মনোযোগ এই বাস্তব ঘটনার প্রতি পরিচালিত করেছিলেন যে কাঁচের আস্তরণকে সে যেমন পানি বলে ভুল করেছিল, ঠিক সেইরূপ সূর্য এবং অন্যান্য আসমানী অস্তিত্বসমূহ যেগুলোকে সে পূজা করতো সেগুলো আলোর প্রকৃত উৎস নয়। সেগুলো কেবল আলো বিকিরণ করে, কিন্তু ঐগুলো নিজীব পদার্থ। সর্বশক্তিমান খোদা তাআলা সেগুলোকে আলো দ্বারা বিভূষিত করেছেন যা তারা বিকীর্ণ করে। এইভাবে হয়রত সোলায়মান (আঃ) তাঁর পরিকল্পিত লক্ষ্যে কৃতকার্য হয়েছিলেন। সাবার রাণী তার ভ্রম স্বীকার করেছিলেন এবং কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্মিত প্রতিমার উপাসনা ছেড়ে এক আল্লাহর তোহীদে দৈমান এনেছিলেন।

★ [এ প্রাসাদের মেঝে অতি উচ্চ উন্নতমানের উজ্জ্বল কাঁচের ফলক দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। এরপ কাঁচ পানির অবস্থিতির ধারণা দিয়ে থাকে। আর এক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছিল। অসাধারণ বুদ্ধিমতি রাণীকে এর মাধ্যমে যে শিক্ষা পৌছানো হয়েছিল তা হলো, কোন কোন সময় কোন কোন বস্তু যে ধারণা দিয়ে থাকে তা থেকে সেই বস্তুগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এগুলোর গুণ এবং বৈশিষ্ট্যও এদের নিজস্ব নয়। তেমনিভাবে সূর্য নিজের যে বৈশিষ্ট্য ও শক্তির ধারণা দেয় তা এর নিজস্ব নয়। একমাত্র সৃষ্টি আল্লাহ তাআলা এসব বৈশিষ্ট্য ও শক্তির মালিক। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করামের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসাই রাবে’ (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টাকা দ্রষ্টব্য)]

قَالَ يَقُولُهُ لِمَ تَسْتَخْجُلُونَ بِالشَّيْءَةِ
قَبْلَ الْحَسَنَةِ جَلَوْكَ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ
لَعْلَكُمْ شُرَحْمُونَ^{১৭৯}

قَالُوا إِنَّمَا يُكَلِّفُكُمْ مَمْلَكَتُ
طِينٍ كُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
تُفْتَنُونَ^{১৮০}

وَ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ
يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُونَ^{১৮১}

قَالُوا تَقَاءَ سَمُوا بِالثُّلُوْنَبِشِتَّنَةَ وَ آهَلَهُ
ثُمَّ لَنْقُولَنَّ لَوْلِيْهِ مَا شَهَدْنَا مَهْلِكَ
آهَلِهِ وَ رَأَيْنَا لَصِدِّقَوْنَ^{১৮২}

وَ مَكْرُوْدَ مَكْرُوْدَ مَكْرُوْدَ مُهْمَ
لَا يَشْعُرُونَ^{১৮৩}

৫২। ^كঅতএব তুমি চিন্তা করে দেখ তাদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম কী হয়েছিল! নিশ্চয় আমরা তাদেরকে এবং তাদের গোটা জাতিকে খৎস করে দিয়েছিলাম।

★ ৫৩। আর (দেখ!) এইতো তাদের ঘর দুয়ার, যা তাদের যুলুমের কারণে বিরান হয়ে পড়ে আছে। নিশ্চয় জ্ঞানী লোকদের জন্য এতে বড় নির্দশন রয়েছে।

৫৪। আর আমরা তাদের রক্ষা করেছিলাম যারা ঈমান এনেছিল এবং তারা ছিল তাকওয়াপরায়ণ।

৫৫। ^كআর লৃতকেও (পাঠ্যেছিলাম) যখন সে তার জাতিকে বলেছিল, তোমরা কি অশ্লীল কাজ করে চলেছ, অথচ তোমরা (এর পরিণাম) ভাল করেই জান^{১৭৯-ক},

★ ৫৬। ^كতোমরা কি কাম চরিতার্থে নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে আস? আসলে তোমরা এক অপরিণামদর্শী জাতি।

★ ৫৭। কিন্তু (লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলে) এ কথা বলা ছাড়া তার জাতির অন্য কোন উভয় ছিল না যে, ^كতোমাদের শহর থেকে লৃতের অনুসারীদের তাড়িয়ে দাও। তারা অবশ্যই এমন লোক, যারা পবিত্র হওয়ার ভান করে^{১৮০}।

৫৮। ^كঅবশ্যে তার স্ত্রী ছাড়া আমরা তাকে এবং তার পরিবারপরিজনকে রক্ষা করলাম। তাকে (অর্থাৎ লৃতের স্ত্রীকে) আমরা পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মাঝে গণ্য করে রেখেছিলাম।

৫৯। ^كআর আমরা তাদের ওপর এক বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। [১৪] আর যাদের সতর্ক করা হয় তাদের ওপর বর্ষিত বৃষ্টি অতি ক্ষতিকর হয়ে থাকে।

★ ৬০। তুমি বল, ^كসব প্রশংসা আল্লাহরই। আর তাঁর সেসব বান্দার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, যাদের তিনি মনোনীত করেছেন। আল্লাহ উত্তম নাকি (তাঁর সাথে) এরা যাদের শরীক করে তারা^{১৮১} (উত্তম)?

দেখন ৪ ক. ৭৪৭৯; ২৬৪১৭৩; ৩৭৪১৩৭ খ. ৭৪৮১; ২৯৪২৯ গ. ৭৪৮২; ২৬৪১৬৬-১৬৭; ২৯৪৩০ ঘ. ৭৪৮৩; ২৬৪১৬৮ ঙ. ৭৪৮৪; ২৯৪৩৪ চ. ৭৪৮৫; ২৫৪৪১; ২৬৪১৭৪ ছ. ৩৭৪১৮২-১৮৩।

২১৭৭-ক। 'তাত্ত্বাইয়ারবিহী' অর্থ সে এর বা তার অশুভ পূর্বাভাস সূচনা করেছিল, সে তাকে বা একে অশুভ পূর্ব লক্ষণ মনে করেছিল (লেইন)।

২১৭৮। হ্যরত নবী করীম (সাঃ) এর নয়জন ঘোরতর শক্তির প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে এই আয়াতে। তাদের আটজন বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল এবং নবম জন কৃত্যাত আবু লাহাব বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের খবর শুনে মুক্তাতে মারা গিয়েছিল। উক্ত আট ব্যক্তি ছিল— আবু জাহল, মুত'ইম বিন্ আদী, শাইবাহ বিন্ রবীয়াহ, উত্বা বিন রবীয়াহ, ওলীদ বিন উত্বাহ, উমাইয়া বিন খালফ, নায়র বিন হারেস এবং আক্বাহ বিন আবী মুয়াইত। তারা হ্যরত নবী আকরাম (সাঃ)কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। পরিকল্পনা ছিল কোরাইশদের প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে লোক বাছাই করে নিয়ে তাদের পরস্পরের সহযোগিতায় ঐক্যবদ্ধভাবে খুনের আক্রমণ রচনা করা, যাতে কোন বিশেষ গোত্র তাঁর হত্যার জন্য এককভাবে দায়ী না হয়। এই কুচক্ষী দলের সর্দার আবু জাহল ছিল এই ষড়যন্ত্রের নেতা।

২১৭৮-ক, ২১৭৯, ২১৭৯-ক, ২১৮০ এবং ২১৮১ চীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَخْرِحِهِ
أَنَّا دَمَّنَاهُمْ وَقَوْمًا جَمَعْنَا

فِتْلَكَ بُيُونُهُمْ خَادِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

وَأَنْجَيْنَا الْخَيْرَ أَمْنُوا وَ كَانُوا
يَتَّقُونَ

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ
الْفَاجِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبَصِّرُونَ

أَئِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهَوَةً مِّنْ
دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
تَجْهَلُونَ

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمَهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا
آخِرُ جُوَالَ لُوطٍ مِّنْ قَرِيبٍ كُفْرٌ لَّا هُمْ
أُنَاسٌ يَنْطَهِرُونَ

فَأَنْجَيْنِهُ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَرْأَتَهُ زَكَرْنَاهَا
مِنَ الْغَيْرِينَ

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا جَفَسَاءَ مَطَرٌ
الْمُنْذَرِينَ

قُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ
الَّذِينَ اصْطَفَيْتَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ أَمَّا
يُشْرِكُونَ

৬১। অথবা (বল দেখি) তিনি কে, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি অবরুণ করেছেন? এর মাধ্যমে আমরা সুদৃশ্য বাগানসমূহ উৎগত করেছি^{১৮২}। এ (বাগানগুলোর) গাছ উৎপন্ন করার ক্ষমতা তোমাদের ছিল না। (অতএব) আল্লাহর সাথে কি অন্য (কোন) উপাস্য আছে? (কখনো না) বরং তারা এমন লোক যারা অবিচার করছে।

৬২। অথবা তিনি ^৩কে, যিনি পৃথিবীকে অবস্থানস্থলরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং এর মাঝে দিয়ে নদনদী প্রবাহিত করেছেন এবং যিনি এর পাহাড়পর্বত স্থাপন করেছেন আর ^৪দুই সমুদ্রের মাঝে এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছেন^{১৮৩}? আল্লাহর সাথে কি অন্য কোন উপাস্য আছে? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

৬৩। অথবা তিনি ^৫কে, যিনি ব্যাকুল ব্যক্তির দোয়া শুনেন যখন সে তার সমীপে দোয়া করে^{১৮৪} ও (তার) কষ্ট দূর করে দেন ^৬এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করে দেন? আল্লাহর সাথে কি অন্য (কোন) উপাস্য আছে? তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

৬৪। অথবা তিনি কে, যিনি স্ত্রের ও জলের ঘোর অন্ধকারে তোমাদের পথ দেখান? আর তিনি কে, যিনি নিজ কৃপা (বর্ষণের) আগে সুসংবাদরূপে বায়ু বইয়ে দেন^{১৮৫}? আল্লাহর সাথে কি অন্য (কোন) উপাস্য আছে? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা থেকে বহু উর্ধ্বে।

দেখুন : ক. ৩১৪১১; ৫০৪১০ খ. ৬৪২ গ. ২০৪৫৪; ৭৪৪৭ ঘ. ২৫৪৫৪; ৫৫৪২০-২১ খ. ২৪১৮৭; ৭৪৫৬ চ. ১০৪১৫।

২১৭৮-ক। 'ওয়ালী' অর্থ উত্তরাধিকারী, এমন ব্যক্তি যে হত্যার শাস্তিমূলক প্রতিশোধ দাবি করে, রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারী (লেইন)।

২১৭৯। হয়রত নবী করীম (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মক্কা ত্যাগের ফলে কোরাইশদের শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। তারা উপলক্ষ করতে পারেনি, আঁ হয়রত (সাঃ) কে মক্কা ত্যাগে বাধ্য করে নিজেরাই ধ্বংসের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

২১৭৯-ক। এই শব্দগুলোর অর্থ 'তোমাদের চোখ খোলা রেখে'ও হতে পারে।

২১৮০। 'ইয়াতাতুহহারুন' অর্থ, তারা অতিরিক্ত সৎ বা সাধুরূপে নিজেদেরকে জাহির করে বেড়ায়, তারা সততা ও ন্যায়পরায়ণতার অঙ্কুর করে (লেইন)।

২১৮১। এই আয়াত দ্বারা হ্যবরত মুসা, দাউদ, সোলায়মান, সালেহ এবং লুত (আঃ) এর প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবী-রসূলগণের প্রতি ঐশ্বী শক্তি এবং আশীর্বাদ কামনা করে আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে যাদের কাছে মানব প্রকৃতি পৃথিবীর সর্বপ্রকার মঙ্গল এবং নৈতিক উৎকর্ষের জন্য ঋণী। অতঃপর এই সূরা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব এবং তাঁর মহান ক্ষমতা এবং একত্রের সমর্থনে যুক্তি পেশ করেছে।

২১৮২। পূর্ববর্তী আয়াতে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর পক্ষে প্রথম যুক্তি গ্রহণ করা হয়েছে প্রকৃতি থেকে, আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে, বৃষ্টিবর্ষণ থেকে যা নিজীব পৃথিবীকে সজীব করে, এবং পর্বতশ্রেণী ও নদীসমূহ থেকেও।

২১৮৩। পূর্বগামী আয়াতে সূচিত যুক্তি-প্রমাণ আরো সম্প্রসারিত ও বিশদ করা হয়েছে।

২১৮৪। প্রকৃতির নিয়মের বিশ্লেষণ ক্রিয়াকলাপে যেমন আল্লাহ তাআলার মহান শক্তিসমূহের প্রকাশ (পূর্ববর্তী আয়াত) সেইরূপে সেগুলো মানুষের অস্ত্রাঞ্চাল ও বিবেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে যখন সে তার আত্মার নির্দারণ যন্ত্রণায় আল্লাহ তাআলার নিকট ক্রন্দন করে এবং আল্লাহ তা র এই কানো শ্রবণ করে থাকেন।

২১৮৫ টাকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَأَنْزَلَ لِكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَانْبَثَنَ
إِهْدَارِيْقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ جَمَّا كَانَ
لَكُمْ أَنْ تُنْتِنُوا شَجَرَهَا مَعَ إِلَهٍ مَّعَ
اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ^৭

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَادًا وَ جَعَلَ
خَلْلَهَا آنْهَرًا وَ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَ
جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا عَرَالَهُ
مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ^{১২}

أَمَّنْ يُعْجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
يَخْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خَلْفَاءَ
الْأَرْضِ مَعَ إِلَهٍ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا
تَذَكَّرُونَ^{১৩}

أَمَّنْ يَهْدِيْكُمْ فِي ظُلْمِتِ الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرِسِّلُ الرِّيحَ بُشْرًا
بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ مَعَ إِلَهٍ مَّعَ اللَّهِ
تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ^{১৪}

৬৫। অথবা তিনি কে, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, এরপর এর পুনরাবৃত্তি করেন^{১৮৬}? আর ‘আকাশ ও পৃথিবী থেকে তোমাদের কে রিয়্ক দেন? আল্লাহর সাথে কি অন্য (কোন) উপাস্য আছে? তুমি বল, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তোমাদের অকাট্য প্রমাণ নিয়ে আস।’

৬৬। তুমি বল, ‘‘আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যারা আছে, আল্লাহ ছাড়া তাদের কেউই অদৃশ্য বিষয় জানে না। আর তারা এটাও জানে না কখন তাদের পুনরঃথিত করা হবে।’

৬৭। বস্তুত পরকাল সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান শূন্যের কোঠায় ^৫ রয়েছে। বরং তারা এ সম্বন্ধে সন্দেহে পড়ে আছে। আসলে ^১ তারা এ সম্বন্ধে একেবারেই অঙ্ক^{১৮৭}।

৬৮। ‘আর যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে, ‘আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা মাটি হয়ে যাওয়ার পরও কি আমাদের (জীবিত করে) বের করা হবে?’

৬৯। ‘নিশ্চয় এ প্রতিশ্রূতি তো আগেও আমাদের ও আমাদের পূর্বপুরুষদের দেয়া হয়েছিল। এটি শুধু পূর্ববর্তীদের কিছাকাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।’

৭০। তুমি বল, ‘‘তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, অপরাধীদের পরিগতি কিরণ হয়েছিল।’

৭১। ‘আর তুমি তাদের জন্য দুশ্চিন্তাপ্রস্ত হয়ে না এবং তারা যে ঘড়্যন্ত করছে এর দরজন একটুও মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে না।

৭২। ‘আর তারা বলে, ‘তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (বল, আযাবের) এ প্রতিশ্রূতি কখন পূর্ণ হবে?’

দেখুন : ক. ১০৪৫; ২৯৪২০; ৩০৪১২, ১৮ খ. ১০৪৩২; ৩৪৪২৫; ৩৫৪৪ গ. ১১৪১৪; ১৬৪৭৮; ৩৫৪৩৯ ঘ. ১৩৪৬; ৩৭৪১৭; ৫০৪৪ ঙ. ২৩৪৪
চ. ১৬৪৩৭; ৩০৪৪৩; ৪০৪৪৩ ছ. ১৫৪৮৯; ১৬৪১২৮ জ. ১০৪৪৯; ২১৪৩৯; ৩৪৪৩০; ৩৬৪৪৯।

২১৮৫। ‘রীহ’ (বাতাস) যখন একবচনে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ সাধারণভাবে ঐশী শাস্তি বুবায় (১৭৪৭০; ৫৪৪৭; ৬৯৪৭ ইত্যাদি)। কিন্তু যখন তা বহু বচনে ব্যবহৃত হয় তখন সাধারণত এর অর্থ ঐশী দান বা আশীর্বাদ বুবায়।

২১৮৬। ‘কে অথব সৃষ্টির সূচনা করেন, এরপর এর পুনরাবৃত্তি করেন’ কথাগুলোর মর্মার্থ, আদি সৃষ্টি এবং পুনঃ সৃষ্টি।

২১৮৭। মানুষের জ্ঞান এবং বুদ্ধি যে পরিমাণই হোক না কেন, তা এক মানবাত্মার আকুল কামনাকে না সম্পৃষ্টি, না স্বষ্টি দান করতে পারে, না তা পারে ধর্মীয় দুটি মৌলিক বিষয়— আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব এবং পরকালে সম্বন্ধে নানা সশ্য থেকে মুক্তিদান করতে। কারণ এদের পূর্ণ উপলক্ষ মানুষের জ্ঞান-সীমার বাইরে। কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার ওহীর মাধ্যমে অর্জিত পবিত্র ঐশী জ্ঞানই এদের সম্বন্ধে মানব-মনে নিষ্ক্রিয়তা সৃষ্টি করতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে করেও থাকে। মানুষের জ্ঞান বড় জোর এ সিদ্ধান্তে পরিচালিত করতে পারে যে একটি ঐশ্বরিক সত্তা এবং পরকাল বিদ্যমান থাকা উচিত। কিন্তু একমাত্র আল্লাহ তাআলার ওহী-ইলহামই এই ‘থাকা উচিত’ ধারণাকে নিষ্ক্রিয় আছে। এই বিশ্বাসে পরিবর্তন করতে পারে।

أَمَّنْ يَبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُهُ وَ
مَنْ يَرْزُقُهُ كُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
إِنَّهُ مَمَّا أَنْشَأَ اللَّهُ وَمَا تُؤْتُوا بُرْهَانَ حُكْمِ
إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ^{১৭}

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ
يُبَعَثُونَ^{১৮}

بَلْ إِذَا كَتَ عِلْمُهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ بَلْ
هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا ثُمَّ بَلْ هُمْ قِنْهَا
عَمْوَنَ^{১৯}

وَقَالَ الظَّيْنَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا
ثُرَبًا وَأَبَادُ نَا آتَنَا لَمْحَرَ جُونَ^{২০}

لَقَدْ وَعَدْنَاكُمْ هَذَا تَحْنُ وَابْنَهُ
مِنْ قَبْلِ «إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ^{২১}

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ^{২২}

وَكَمْ تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي
ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ^{২৩}

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ
كُنْتُمْ صَدِيقِينَ^{২৪}

★ ৭৩। তুমি বল, ‘তোমরা (উদ্বিগ্ন হয়ে) যে (প্রতিশ্রূত শাস্তি) শীঘ্র চাছ সম্ভবত এর কোন কোনটি তোমাদের পিছু ধেয়ে আসছে।’

৭৪। আর ‘তোমার প্রভু-প্রতিপালক নিশ্চয় মানুষের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৭৫। ‘আর তাদের অন্তর যা গোপন করছে এবং যা তারা প্রকাশ করছে নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক (তা) ভাল করেই জানেন।

৭৬। আর আকাশে ও পৃথিবীতে যা-ই গুণ্ঠ আছে তা এক সুস্পষ্ট কিতাবে (সংরক্ষিত) রয়েছে।

৭৭। নিশ্চয় এ কুরআন বনী ইসরাইলের কাছে অধিকাংশ সেইসব বিষয় বর্ণনা করে যা নিয়ে তারা মতভেদ করে^{১৮৮}।*

৭৮। আর নিশ্চয়ই এ হলো মু'মিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

৭৯। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক নিজ সূক্ষ্ম বিচারের মাধ্যমে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবেন। আর তিনি মহা পরাক্রমশালী (ও) সর্বজ্ঞ।

৮০। ‘সুতরাং তুমি আল্লাহ'র ওপর ভরসা কর। নিশ্চয় তুমি সুস্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত রয়েছ।

★ ৮১। নিশ্চয় তুমি মৃতদের শুনাতে পারবে না এবং ‘বধিরদেরও (তোমার) আহ্বান শুনাতে পারবে না যখন তারা পিট টান দিয়ে চলে যায়^{১৮৯}।

★ ৮২। ‘আর তুমি অন্ধদেরও তাদের পথব্রষ্টতা থেকে হেদায়াতের দিকে আনতে পারবে না। তুমি কেবল তাদেরই শুনাতে পারবে যারা আমাদের নির্দেশনাবলীতে ঈমান আনে। অতএব তারাই অনুগত হয়ে থাকে।

দেখুন : ক. ২২৪৪; ২৬৪২০৫; ২৯৪৫৫ খ. ১০৪৬১; ৪০৪৬২ গ. ২৪৭৮; ১৬৪২৪; ২৮৪৭০; ৩৬৪৭৭ ঘ. ১১৪১২৪; ২৫৪৫৯;; ৩৩৪৪৯ ঙ. ১০৪৪৩; ৩০৪৫৩ চ. ১০৪৪৮; ৩০৪৫৪।

২১৮৮। এই আয়াতের অঙ্গনিহিত ইঙ্গিত হয়রত সোলায়মান (আঃ) এর প্রতি হতে পারে, যাঁর প্রতি ইহুদীরা সাবার রাণীর অনুভূতিকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে ‘শিরকের’ (প্রতিমা পূজার) আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে দোষারোপ করেছিল। যেহেতু ইহুদীদের মধ্যে সাবার রাণীর প্রতি হয়রত সোলায়মান (আঃ) এর আচরণ সম্পর্কে মতভেদ ছিল, সে জন্য কুরআন মজীদ এই প্রচল্ল ঘটনার পর্দা উন্মোচিত করেছে।

★ [অতীত কালের আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী সম্পর্কে বাইবেলে অন্তর্ভুক্ত ধরনের কিছাকাহিনীকে বনী ইসরাইল বাস্তবে ঘটেছিল বলে মনে করতো। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে':) কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدْفَ لَكُمْ
بَعْضُ الَّذِي تَشَعَّجُونَ^④

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلِكُنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ^⑤

وَلَأَنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ
وَمَا يُعْلِنُونَ^⑥

وَمَا مِنْ عَارِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
إِلَّا فِي كِتْبٍ مُّبِينٍ^⑦

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ سَرْبَيِّ
إِشْرَاعِ إِيلَى أَكْثَرِ الَّذِي هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ^⑧

وَإِنَّهُ لَهُدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ^⑨

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بِيَتْهُمْ بِحُكْمِهِ
هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ^⑩

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ
الْمُمِينِ^⑪

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُؤْمِنَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ
الْدُّعَاءِ إِذَا دَعَوا مُذْبِرِينَ^⑫

وَمَا أَنْتَ بِهِدْيِ الْعُمَى عَنْ
ضَلَالِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنْ
بِمَا يَتَبَشَّرُ فَهُمْ مُسْلِمُونَ^⑬

- ★ ৮৩। আর তাদের বিরুদ্ধে যখন (শাস্তির) আদেশ জারী হয়ে
যাবে^{১১০} তখন আমরা তাদের জন্য মাটি থেকে এক প্রকার
৬ জীব^{১১১} বের করে আনবো, যা তাদের জখম করবে। কারণ
[১৬] ২ মানুষ আমাদের নির্দর্শনাবলীতে বিশ্বাস করেন।

৮৪। আর (স্মরণ কর সেদিনকে) যেদিন ক্ষেত্রস্ব জাতি
থেকে আমরা একটি দল একত্র করবো যারা আমাদের
নির্দর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করতো। এরপর (জবাবদিহির জন্য
পৃথক) পৃথকভাবে তাদের সারিবদ্ধ করা হবে।

- ★ ৮৫। অবশ্যে তারা যখন (আল্লাহর সামনে) উপস্থিত হবে
তিনি বলবেন, “তোমরা আমার নির্দর্শনাবলী সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান
লাভ না করেই কি (তাড়াছড়া করে) সেগুলো প্রত্যাখ্যান
করেছিলে? (তা না হলে) তোমরা আর কী করেছিলে?

- ★ ৮৬। আর তাদের অন্যায় করার দরজন যখন তাদের বিরুদ্ধে
(শাস্তির) আদেশ কার্যকর হয়ে যাবে তখন তারা কোন কথা
বলতে (সমর্থ) হবে না^{১১২}।

৮৭। ^gতারা কি দেখেনি, নিশ্চয় আমরা রাত সৃষ্টি করেছি যেন
এতে তারা বিশ্রাম করে এবং আলো দানকারীরপে দিনকে
(সৃষ্টি করেছি)? নিশ্চয় এতে ঈমান আনয়নকারীদের জন্য বহু
নির্দর্শন রয়েছে।

দেখুন ৪ ক. ২৫৪১৮; ৬৭৯ খ. ১০৪৪০ গ. ১০৪৬৮; ১৭৪১৩; ২৮৪৭৪; ৩০৪২৪।

২১৮৯। ‘যখন তারা পিট টান দিয়ে চলে যায়’ এই শব্দগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছে, এখানে উল্লেখিত ‘মৃতরা’ হচ্ছে আধ্যাত্মিকভাবে মৃত
ব্যক্তিরা। অনুরূপভাবে পরবর্তী আয়তে ঠিক যেমন ‘অঙ্গরা’ হচ্ছে আধ্যাত্মিকভাবে অঙ্গ লোকেরা।

২১৯০। ‘ওয়া কু’আল-কুওলু আলায়হিম’ অর্থ, দণ্ডদেশ বা রায় তাদের প্রাপ্য হলো অথবা বিরুদ্ধে জারি হলো, তারা নিজেদেরকে ঐশ্বী
শাস্তিযোগ্য বা ঐশ্বী দণ্ডাত্ত্বাপ্তির যোগ্য করলো (আকরাব)।

২১৯১। এটি শেষ যমানায় প্রেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার একটি ভবিষ্যত্বাবী। আয়তের এইরপ ব্যাখ্যা নবী করীম (সাঃ) নিজেই
করেছিলেন। কিন্তু যদি ‘দাবাহাত’ শব্দ ‘স্তুলভাবে জড়বাদী’ লোক অর্থে গ্রহণ করা হয়, যাদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা পার্থিব ধন-সম্পদ এবং
আরাম-আয়েশের জন্যই সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত ও সীমাবদ্ধ (৩৪৪১৫) তাহলে পাশ্চাত্যের জড়বাদী জাতিসমূহের প্রতি আয়তটি নির্দেশ
করে বলে ধারণা করা যায়। তাদের সকল পরিশম হইজীবনের সমস্ত পার্থিব বিষয়ের সন্ধানে অপব্যয়িত (১৪৪১০৫) এবং তারা সকল
বস্তুতাত্ত্বিক শক্তিসহ পৃথিবীতে অভিযান শুরু করেছে।

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا
لَهُمْ دَآبَّةً مِنْ أَلَّا رَضِ تُكَلِّمُهُمْ
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِإِيمَانِنَا كَمْ
يُؤْقِنُونَ^{১২}

وَيَوْمَ نَخْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا
مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِإِيمَانَنَا فَهُمْ بِيُؤْزَعُونَ^{১৩}

حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ أَكَذَّبُتُمْ بِإِيمَانِي
وَلَمْ تُحِينْطُوا بِمَا عِلِّمَنَا أَمَّا ذَا
كُنْتُمْ تَغْمَلُونَ^{১৪}

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا^{১৫}
فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوا
فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَا يَتِي لِقَوْمٍ بِيُؤْمِنُونَ^{১৬}

৮৮। *আর (শ্মরণ কর), যে দিন শিঙায় ফুঁ দেয়া হবে^{১১৩০} যারা আকাশসমূহে আছে এবং যারা পৃথিবীতে আছে তারা (সবাই) সেদিন ভয়ে অস্থির হয়ে পড়বে। তবে আল্লাহ্ যাদের (নিরাপত্তা দিতে) চাইবেন তাদের কথা ভিন্ন। আর প্রত্যেকেই তাঁর সামনে বিনত হয়ে উপস্থিত হবে।

★ ৮৯। আর তুমি পাহাড়পর্বত দেখে সেগুলোকে স্থির ও নিশ্চল মনে কর। অথচ মেঘের^{১১৩৪} ভেসে চলার ন্যায় সেগুলো ভেসে চলছে। এটা আল্লাহ্ সৃষ্টিনেপুণ্য, যিনি সব কিছু সুদৃঢ় করে বানিয়েছেন। তোমরা যা কর নিশ্চয় তিনি তা ভাল করেই জানেন।

৯০। *যে-ই সৎকাজ করবে তার জন্য এর চেয়ে উত্তম (প্রতিদান) হবে এবং তারা সেদিন (উপরোক্ষিত) ভয়ভীতি থেকে নিরাপদে থাকবে।

৯১। আর যারা মন্দ কাজ করবে *তাদের মুখমণ্ডল উপুড় করে আগুনে ফেলে দেয়া হবে। (এবং তাদের বলা হবে,) তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল কি তোমাদের দেয়া হচ্ছে না?

৯২। (তুমি বল) 'আমাকে কেবল এ আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি এ^{১১৩৫} শহরের (অর্থাৎ মক্কার) প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত করি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন এবং সব কিছু তাঁরই (কর্তৃত্বে রয়েছে)। আর আমাকে (আরো) আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

৯৩। আর (এ আদেশও দেয়া হয়েছে) আমি যেন কুরআন পড়ি। অতএব যে *হেদায়াত পাবে সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই হেদায়াত পাবে এবং যে পথভূষ্ট হবে তুমি (তাকে) বল 'আমি তো কেবল সতর্ককারীদের একজন।'

দেখুন ৪ ক. ১৮:১০০; ২০:১০৩; ৩৬:৫২; ৭৮:১৯ খ. ৪:৪১; ৬:১৬১; ২৮:৮৫ গ. ২৬:৯৫ ঘ. ১০:১০৯; ৩৯:৪২।

২১৯২। তাদের দুর্কর্মগুলোর মধ্যে প্রতিরক্ষা স্থাপন করতে তারা সক্ষম হবে না। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য এবং প্রকাশ্য হওয়ার কারণে নিজেদের পক্ষ সমর্থন করে তারা জবাব দানের অযোগ্য হবে এবং তখন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির আদেশ জারি হবে।

২১৯৩। 'যে দিন শিঙায় ফুঁ দেয়া হবে' শব্দগুলো শেষ বিচার-দিবসকে বুবান ছাড়াও নবযুগের প্রতি ইঙ্গিত করে যার আগমন-বার্তা রসূল করীম (সাঃ) যেন ঢাক বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন।

وَيَوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ فَقَرَزَعَ مَنْ
فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ
دَآخِرِينَ^(৩)

وَتَرَى الْجِمَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً
وَهِيَ تَمْرُّ مَرَّ السَّحَابِ، صُنْعَ اللَّهِ
الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ رَانَهُ خَيْرٌ بِمَا
تَفْعَلُونَ^(৪)

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَ
هُمْ مِنْ فَرَزِ يَوْمَ مَيْدِ أَمْنُونَ^(৫)

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَيْثُ جُوهُهُمْ
فِي التَّارِيْخِ هَلْ تُجَزِّوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ^(৬)

إِنَّمَا أَمْرُتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ
الَّذِي حَرَّمَهَا لَهُ كُلُّ شَيْءٍ رَزَّأْمِرُتُ أَنْ
أَكُونَ مِنَ الْمُشْلِمِينَ^(৭)

وَأَنَّ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ جَمِيعِهِ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا
يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ جَوَّ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا
أَنَا مَنَّ الْمُنْذِرِينَ^(৮)

১৪। আর বল, 'সব প্রশংসা আল্লাহ'রই। তিনি অচিরেই তাঁর
নির্দর্শনাবলী তোমাদের দেখাবেন। তখন তোমরা এগুলো
[১১] চিনতে পারবে।' আর তোমরা যা করছ সে সম্বন্ধে তোমার
৩ প্রভু-প্রতিপালক অমনোযোগী নন।

وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّنَا سَيِّرِيْكُمْ أَبْتِيهِ
فَتَعَرِّفُونَهَا وَ مَا رَبُّكَ يُغَارِّ فِيْ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿١﴾

২১৯৪। পুরাতন প্রথা ও বিধানসমূহ যা পাহাড়ের মতো শক্তভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল বলে মনে হতো, নবী করীম (সাঃ) এর
আবির্ভাবে সেই সমস্ত নিয়ম মেঘের মতো গলে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। এখানে পর্বতশ্রেণী ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী রোম এবং
পারশ্য সম্মাজ্যকেও বুঝাতে পারে, যেগুলো দুর্নিরাব বিজয়ী মুসলিম সেনাবাহিনীর সম্মুখে খড়কুটার মতো উঠে গিয়েছিল।

২১৯৫। মকাবাসীরা তয় করেছিল, আরবদেশ থেকে যদি প্রতিমা-পূজা অদৃশ্য হয়ে যায় তাহলে তাদের প্রথ্যাত মৃত্তিশুলোর আধার কা'বা
এর গুরুত্ব হারাবে এবং এতদসঙ্গে কা'বার তত্ত্বাবধায়ক রূপে তারা নিজেদের মর্যাদা এবং প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলবে। এই আয়াত
তাদের মনকে এই ভাব ধারণা থেকে মুক্ত করে এবং ঘোষণা করে, বিশ্বমানবের জন্য মুক্তি বাণীর কেন্দ্র তথা সেই লক্ষ্যে বিশ্ব-
আন্দোলনের কেন্দ্ররূপে মক্কা এর গুরুত্ব হারানো দূরে থাকুক, বরং এর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং এর সম্মান এবং শ্রদ্ধা কেয়ামত কাল পর্যন্ত
বেড়েই চলবে।